রুশ বিপ্লব
কী ঘটেছিল ?
১৯১৭

শুনুন!
শুনুন!

শুনুন!
সমাজতান্ত্রিক সভ্যতা...
জন্ম
১৯১৭...

বিশ্বে প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র দেখা দেওয়ায় দুনিয়ার জনগনের সামনে নতুন, সত্যকার গনতান্ত্রিক সমাজ নির্মানের পথ খুলে যায়।
বিপ্লব-টিপ্লব কিছু হয় নি! স্রেফ দাদার মৃত্যুদণ্ডের জন্য জারের ওপর প্রতিশোধ নিয়েছে লেনিন!
রাশিয়া গেল! বলশেভিকরা দেশ-টাকে রক্তে ডুবিয়েছে!

অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লব রাশিয়াকে বাঁচায় অর্থনৈতিক ও জাতীয় বিপর্যয় থেকে।
১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লব সম্পর্কে সমস্ত রচনা যদি পড়তে চান তাহলে সারা জীবনেও কুলবে না।
বিপ্লব নিয়ে লেখা হয়েছে শত শত বই, লিখেছে তার শত্রু-মিত্র সকলেই।
১৯১৭ সালে কী ঘটেছিল রাশিয়ায়?
... মুখরোচক খবর! ১৯১৭ সালে বলশেভিকরা নারীদের জাতীয়করণ দিয়ে শুরু করেছিল!...

৩০০ বছরের রোমানভ বংশের পতন হল কেমন করে?
১৯১৭ সালে ক্ষমতায় কারা আসে?
শেষ রুশ জারের মুকুট খসল কীভাবে?
১৯১৭ সালে কয়টা বিপ্লব হয়েছিল?
বিশ্ব দু'ভাগে ভেঙে
ব্রিটিশ ট্যাঙ্কের ওপর জয়লাভে কী সাহায্য করেছিল বলশেভিকদের?

প্রগতি প্রকাশন • মস্কো

অনুবাদ: ননী ভৌমিক

THE RUSSIAN REVOLUTION: WHAT ACTUALLY HAPPENED?

in Bengali

РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 ГОДА: КАК ЭТО БЫЛО?

На языке бенгали

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

$Р \frac{0505030100 - 339}{014(01) - 87}$ без объявления

কী ঘটেছিল?
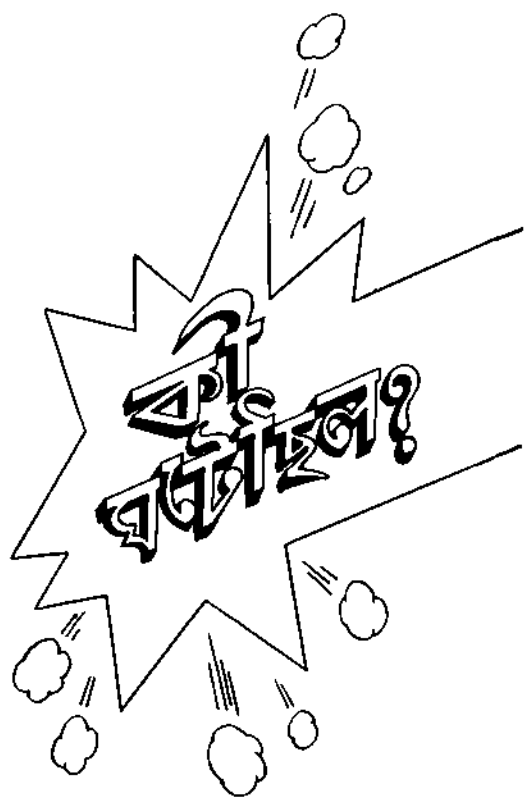
বিশ্ব ইতিহাসের অসাধারণ ত্বরণ ছাড়াও
প্রয়োজন ছিল তাতে
বিশেষ রকমের বড়ো বড়ো বাঁক,
যাতে এইরকম একটা বাঁক নিতেই
রোমানভ রাজতন্ত্রের রক্ত
আর নোংরায় ভরা গাড়িটা
তক্ষুনি উলটে পড়ে।

ভ. ই. লেনিন

২৩ বছর দেশ শাসনের পর ১৯১৭ সালের ২ মার্চ রাত্রে শেষ রুশ সম্রাট ২য় নিকোলাই সিংহাসন ত্যাগ করলেন।
ইতিহাস যে প্রচণ্ড বাঁক নেওয়ায় রুশ স্বৈরতন্ত্রের গাড়িটা উলটে পড়েছিল, সেটা হল প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ।
প্রথম বিশ্ব যুদ্ধে পশ্চিম রাশিয়া সমেত ইউরোপের গোটাগুটি এক-একটা অঞ্চল ছারখার হয়।
৯৫ লক্ষ লোক নিহত হয় ও আঘাতের ফলে মারা যায়।
২ কোটি হয় আহত।
৩৫ লক্ষ বরাবরের জন্য পঙ্গু হয়ে যায়।

বিশ্বজোড়া এই নিধনযজ্ঞ শুরু হল কী থেকে?
সার্বিয়ার কে একজন ছাত্র সারায়েভোতে অস্ট্রো-হাঙ্গেরির আর্ক-ডিউককে গুলি করে, সেই থেকেই শুরু...
আমরা সবাই লড়ছি কোন এক আর্ক-ডিউকের জন্য? হতেই পারে না!

সারায়েভো হত্যাকাণ্ড নিয়ে মতামত ছিল নানা রকমের, যেমন...
আর্ক-ডিউককে নিশ্চয় সোনার পিস্তল দিয়ে গুলি করা হয়েছে!
এইসব 'পণ্ডিতদের' নিয়ে বড়ো বিপদ! প্রথম গুলিতেই উলটে পড়ল!
ইস, আমার পিস্তলটা দিয়ে গুলি করা যায় না!

অস্ট্রো-হাঙ্গেরির সিংহাসনের উত্তরাধিকারী আর্ক-ডিউক ফ্রান্‌ৎস ফার্ডিনাণ্ডকে সারায়েভোতে ১৯১৪ সালের ১৫ জুনের হত্যাটা ছিল

ছুতো
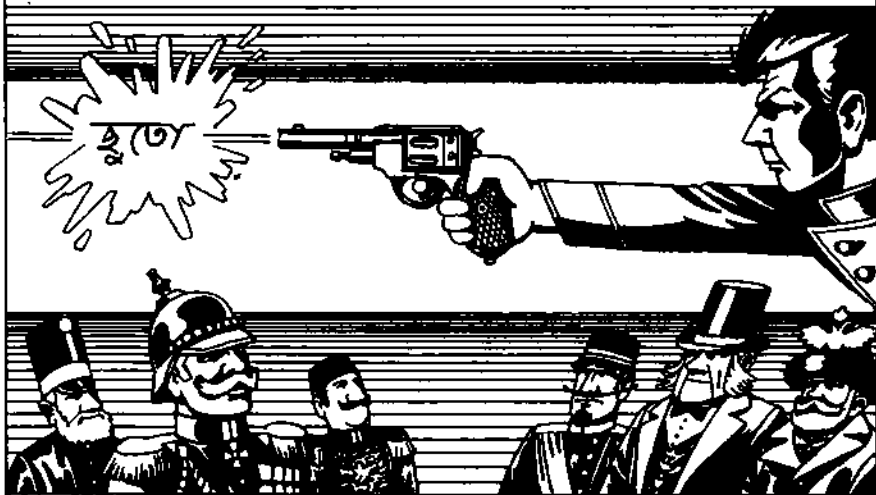
প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ বাধাবার একটা ছুতো মাত্র। বিশ্বজোড়া অগ্নি-কাণ্ডের জন্য দরকার ছিল দেশলাইয়ের একটা কাঠির। সে কাঠিটা ছিল সার্বীয় ছাত্রের হাতে। যুদ্ধের কারণ হল উন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির পক্ষ থেকে বিশ্ব পুনর্বণ্টনের প্রয়াস।

জার্মান কোয়ালিশন
জার্মানি
অস্ট্রো-হাঙ্গেরি
তুরস্ক
নিজেদের খুশিমতো
বিশ্ব বাঁটোয়ারার
তাড়া

আঁতাঁত (মিত্রশক্তি)
গ্রেট ব্রিটেন
ফ্রান্স
রাশিয়া
যেকোনো ঐতিহাসিক ঘটনার মতোই যুদ্ধ একটা ভাসমান তুষারপিণ্ডের মতো। ওপরে ভেসে থাকে কেবল চুড়োটা, আসল ব্যাপারটা জলের গভীরে, চোখের আড়ালে। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের সত্যকার ও প্রধান কারন হল জার্মান ও ব্রিটিশ পুঁজির মধ্যে বিরোধ।

যুদ্ধের গোড়ায় কত জন অস্ত্র ধারণ করেছিল:
আঁতাঁত - ১০,১১৯,০০০:
রাশিয়া - ৫,৩৩৮,০০০
গ্রেট ব্রিটেন - ১,০০০,০০০
ফ্রান্স - ৩,৭৮১,০০০
জার্মান কোয়ালিশন - ৭,৯২২,০০০:
জার্মানি - ৩,৮২২,০০০
অস্ট্রো-হাঙ্গেরি - ২,৩০০,০০০
তুরস্ক - ১,৮০০,০০০
আমার আয় বেড়েছে ছয় গুণ!
আমার পাঁচ গুণ!
আমি এখনো গুনে দেখিনি!
জার্মানি
ফ্রান্স
গ্রেট ব্রিটেন
যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে ৩৮টি রাষ্ট্র, অধিবাসী সংখ্যা ১৫০ কোটি। উভয় পক্ষে কোটি কোটি লোক খুন করে পরস্পরকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে যোগ দেয় অন্য সমস্ত দেশের পরে অল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে, কিন্তু মুনাফা লোটে সবচেয়ে বেশি।
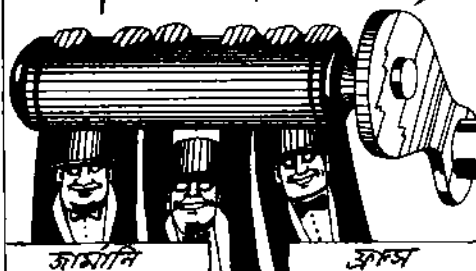
যুদ্ধে কেবল তাদেরই লাভ
যারা মুনাফা লোটে,
তা সে যুদ্ধে দেশটা হারলেও বটে,
জিতলেও বটে!
এ যুদ্ধে কে জিতবে?
তুমি, আমি দু' জনেই হারব!
জোরসে চালাও হে! আমারটা দেখি মন্দ ভরছে না। আয় বেড়েছে দশ গুন!
ফ্রান্স
গ্রেট ব্রিটেন
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
জার্মানি
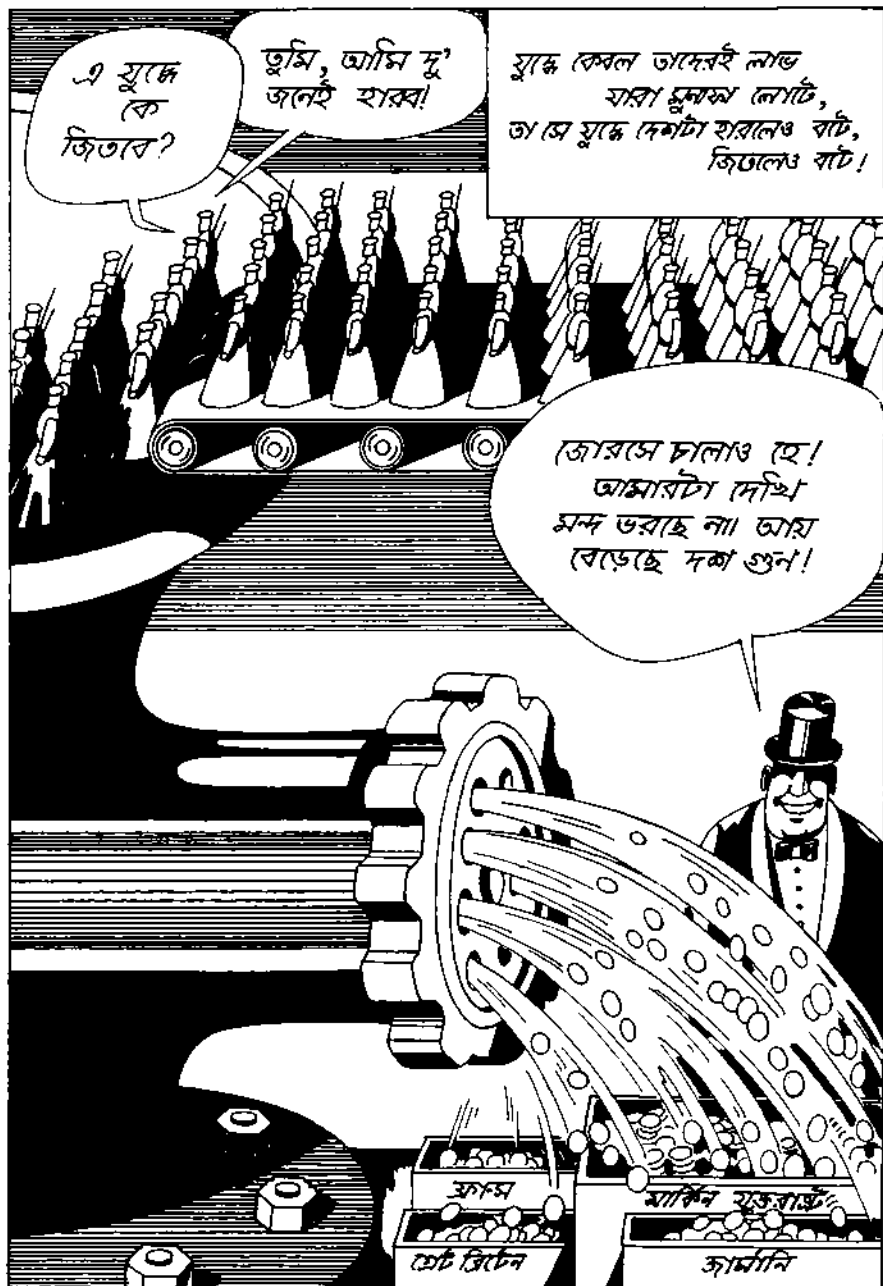
কেন ঠিক রাশিয়াতেই বিপ্লব ঘটল...
বিশ শতকের গোড়ায় রাশিয়া হয়ে দাঁড়ায় বিশ্ব বৈপ্লবিক আন্দোলনের কেন্দ্র। সেই সঙ্গে উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির শিকলে রাশিয়া ছিল সবচেয়ে দুর্বল আংটা। রাশিয়াতেই সবচেয়ে তীব্রতায় প্রকাশ পায় সামাজিক তথা অন্যান্য সব বিরোধ, গড়ে ওঠে এবং রূপ নেয় সেই বৈপ্লবিক পরিস্থিতি...
রাশিয়ার ধর্মঘটী শ্রমিকের সংখ্যা: ১৯১১ সালে-১ লক্ষ ৫ হাজার, ১৯১২ সালে-১০ লক্ষের ওপর, ১৯১৪ সালের কেবল প্রথমার্ধেই-১৩ লক্ষ ৩৭ হাজার, ১৯১৭ সালের কেবল প্রথম মাসেই-২ লক্ষ ৭০ হাজার।
রাশিয়ায় জন্ম নিল, সংহত হয়ে উঠল নতুন এক বৈপ্লবিক শক্তি— প্রলেতারিয়েত
যখন নিচুতলার লোকেরা আর আগের মতো দিন কাটাতে চায় না...

শ্রমিক, গাঁয়ের গরিব, মাঝারি চাষিরা ছিল রুশ অধিবাসীদের $4/5$ ভাগ
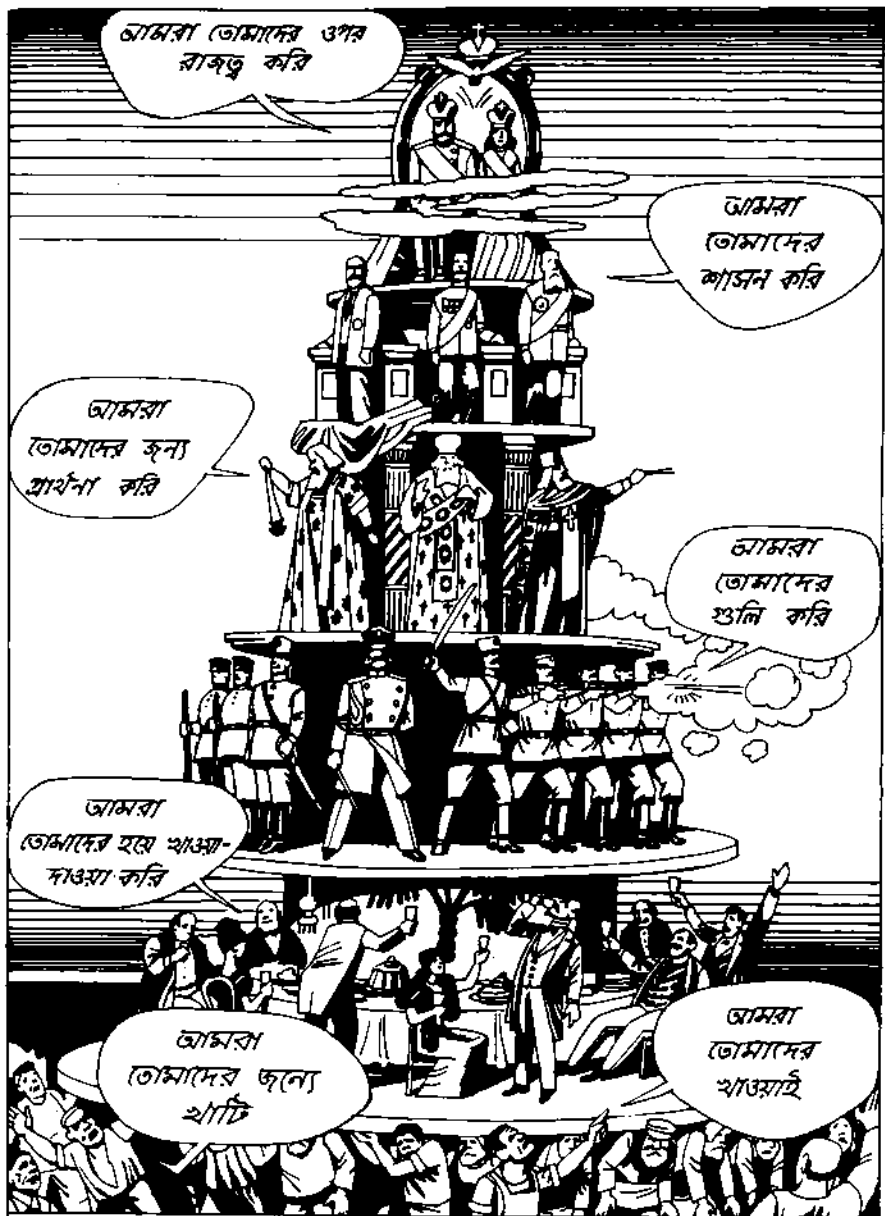
উচুঁতলা যখন আর পারে না...
এবার মুকুটটা বেশ ফিট করেছে!
একটা মাথা ভালো, তিনটে সর্বোত্তম!
রাসপুতিন গ্রিগরি একিমোভিচ (জন্ম ১৮৭২)। তবলস্ক গুবের্নিয়ার চাষা, 'দিব্যদর্শী' আর 'রোগের ওঝা' হিসেবে জার, জারমহিষী এবং তাঁদের মহলে অসাধারণ প্রতিপত্তি লাভ করে। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করত। ১৯১৬ সালে রাজতন্ত্রীদের হাতে নিহত, রুশ রাষ্ট্রের সমস্ত দুর্দশার কারণ ঐ লোকটা বলে তারা ধরে নিয়েছিল।

গ্রিগরি এফিমোভিচ, রাজকুমার আবার রোগে পড়েছে। আপত্তি করবেন না, সারিয়ে তুলুন ওকে।
বাবাজি আর রানিমার জন্যে না করার কী আছে!
পরামর্শ দিন-না, আপনি আমাদের দয়াবতার!
যাও এখন, কিছু একটা ভেবে দেখা যাবে!
জীবনে তোমায় ভুলব না। সোনামণি আমাদের!
রাজকোষ
ও আর কী! ভগবান মাপ করে দেবেন!

... আগের মতো চালাতে

রুশ স্বৈরতন্ত্রের জাহাজ
বিরোধের তরঙ্গে দুলে চলল
তার শেষ যাত্রায়।

কী সুন্দর সূর্যাস্ত!

রুশ স্বৈরতন্ত্রের অস্তাগমন

সামরিক
ব্যয়বৃদ্ধি

১৯১৪ অগাস্ট থেকে ১৯১৭ ফেব্রুয়ারি এই ৩০ মাসের মধ্যে রাশিয়ায় মন্ত্রিপরিষদের সভাপতির বদলে হয় ৪ বার, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর ৬ বার, সমর মন্ত্রীর ৪ বার।
অগাস্ট ১৯১৪
ফেব্রুয়ারি ১৯১৭
মুদ্রাস্ফীতি
বিদেশিক পুঁজির ওপর নির্ভরতা
প্রশাসন যন্ত্রের বিকলতা
মনে হচ্ছে যাত্রীদের যেন খেয়াল নেই যে জাহাজের ভরাডুবি হতে চলেছে!
তবে আমরা বিরোধী পক্ষ তো জানি যে স্বৈরতন্ত্রের পতন আসন্ন। আর আমরা তো নেহাৎ কম নই!
বিরোধী পক্ষ

রাশিয়ার সবচেয়ে বড়ো বড়ো প্রভাবশালী বুর্জোয়া পার্টি
নিয়মতান্ত্রিক-গণতন্ত্রী পার্টি। কাদেত উদারনৈতিক-রাজতন্ত্রী বুর্জোয়াদের প্রধান পার্টি।
প্রগতিপন্থী পার্টি। প্রগতিপন্থীরা। বৃহৎ বুর্জোয়ার জাতীয়-উদারনৈতিক পার্টি।
ক্রদোভিক (মেহনতি) দল। রুশ ধনী চাষির স্বার্থের প্রবক্তা।
সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি। সো-রে রাশিয়ার সুবৃহৎ পেটি-বুর্জোয়া পার্টি। শহর ও গ্রামের ক্ষুদে বুর্জোয়াদের স্বার্থের প্রবক্তা।
রাজতন্ত্রের সঙ্গে পার্লামেণ্ট!
কৃষি সংস্কার!
বৃহৎ পুঁজির শ্রীবৃদ্ধি, একচেটিয়ার আধিপত্যের জন্য!
সমবায়ে মেলো যাক!
কাদেত
সো-রে
প্রগতিপন্থী
ক্রদোভিক
আমাদের বিরোধী পক্ষ হয়ে লাভ কী? ওরা তো তেমন একটা বাধা নয় বলেই মনে হচ্ছে!
আমি তো রাশিয়ায় এমন কোনো পার্টি দেখছি না যা একটা বৈপ্লবিক ওলটপালট ঘটাতে সক্ষম!

১৮৯৫ সালে **লেনিন** গঠন করেন 'শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির জন্য সংগ্রামের লীগ'। ৩ বছর বাদে গঠিত হয় রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টি, তা থেকে এসেছেন **বলশেভিকরা।**

বলশেভিক ... বিভিন্ন কালে কত পাপেই-না তাদের মুণ্ডপাত করেছে কমিউনিজমের শত্রুরা।
১৯১৭ রাশিয়া
রুশ বুর্জোয়া সংবাদপত্র: 'অভ্যুত্থান আর অরাজকতার যে ডাক দিচ্ছে বলশেভিকরা, তা আসলে একটা দুর্বৃত্তোচিত কাণ্ড... এমন প্রচার একেবারে নির্মূল করা প্রয়োজন।'
১৯৩৯ ফ্যাসিস্ট জার্মানি
'ফুারেরের সন্তান আমরা, ইউরোপকে রক্ষা করব বলশেভিক সংক্রমণ থেকে।'
১৯৮৭ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
'বিশ্বের প্রধান বিপদ— বলশেভিক দুর্যোগ!'
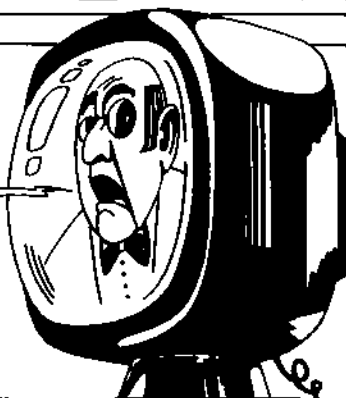
‘বলশেভিক’ কথাটার অর্থ কী?

বলশেভিকবাদের উদ্ভব ১৯০৩ সালে, রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক শ্রমিক পার্টির ২য় কংগ্রেসে পরিচালক সংস্থাদির নির্বাচন প্রসঙ্গে, যখন লেনিনের অনুগামীরা পায় সংখ্যাগরিষ্ঠ (রুশীতে ‘বলশেভিক’) আর সুবিধাবাদীরা সংখ্যাল্প (রুশীতে ‘মেনশেভিক’) ভোট।

বলশেভিকরা কাদের স্বার্থের প্রবক্তা?

প্রলেতারিয়েত আর গরিব চাষিদের প্রবক্তা ছিল **বলশেভিকরা।**
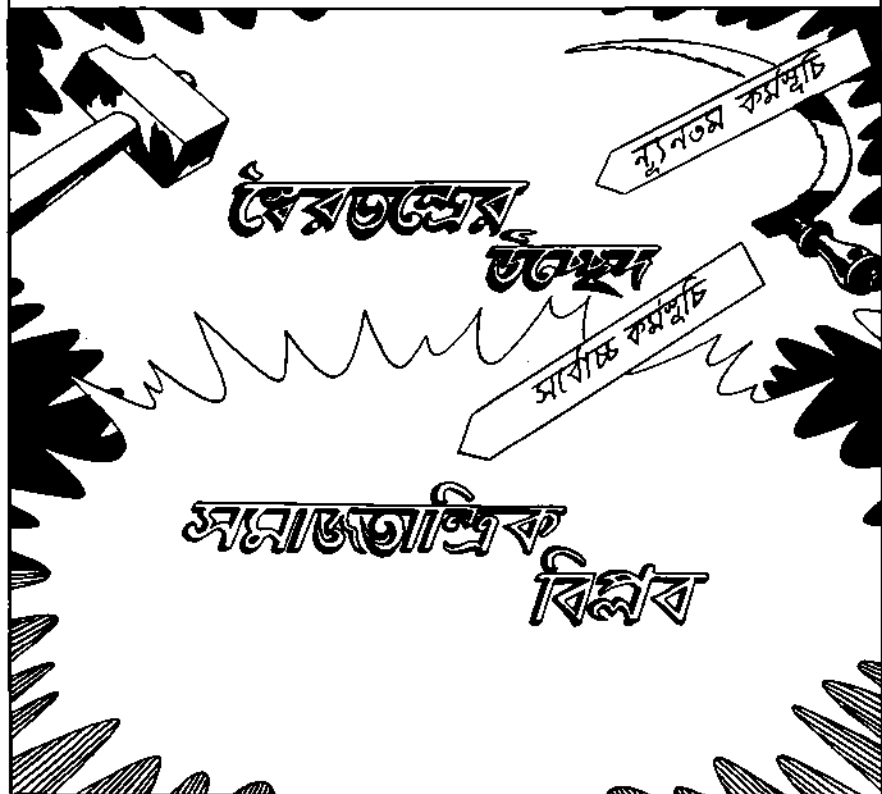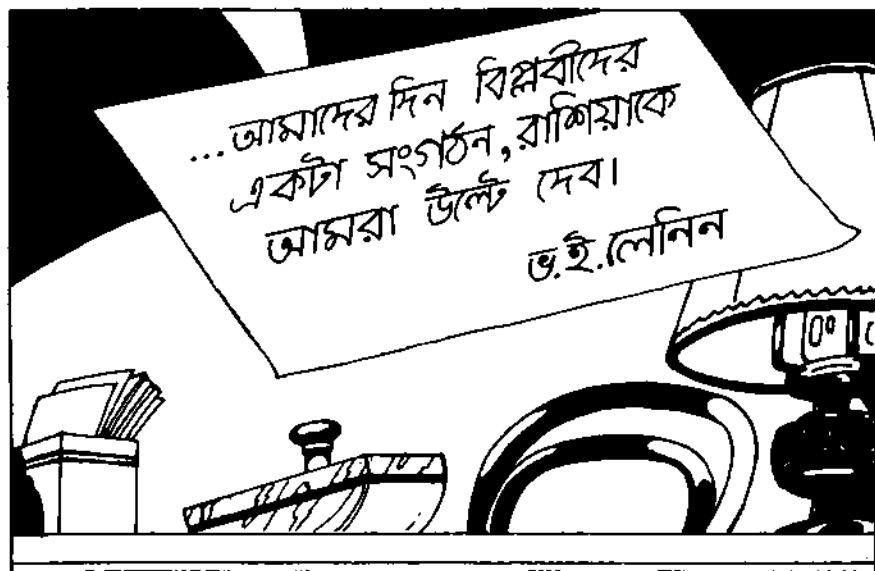
লেনিনের এ কথাগুলি যেন দিব্যবাণী। সক্রিয় রাজনৈতিক জীবনে জনগণকে উত্থিত করে বলশেভিকরা। তাদের কাজ ছিল বহুমুখী, সর্বাত্মক।

শিক্ষামালা, আলোচনা, ভাষণ...

কারখানার গেটে...

সৈন্যদের ট্রেঞ্চে, ব্যারাকে, ফ্রন্টে...

আমরা যাই ফ্রন্টে... নগ্নপদ শুকনোটে লোকেরা যেখানে খিদেয় আর রোগে মরছিল কাদাটে ট্রেঞ্চের মধ্যে। আমাদের দেখে তারা উঠে দাঁড়াল। মুখচোখ তাদের ক্লিষ্ট, ছেঁড়াখোড়া পোশাকের ফুটো দিয়ে চোখে পড়ছিল তাদের গায়ের নীলাভ চামড়া। আর তাদের প্রথম প্রশ্নই ছিল: 'পড়বার জন্য কিছু এনেছেন?'

জন রীড বিশ শতকের একজন প্রমুখ সাংবাদিক, রাশিয়ার বৈপ্লবিক ঘটনাবলির প্রত্যক্ষদর্শী।

তারা (বলশেভিকরা) শ্রমিক, সৈনিক আর কৃষক জনসাধারণের অনির্দিষ্ট স্বপ্নগুলো নিয়ে নিজেদের আশু কর্মসূচি রচনা করে।

১০ ফেব্রুয়ারি-
পেত্রগ্রাদে শ্রমিক শোভাযাত্রার সূত্রপাত।
১৪ ফেব্রুয়ারি-
৫৮টি উদ্যোগের ৯০ হাজার শ্রমিকের ধর্মঘট।
২৩ ফেব্রুয়ারি-
[পুরাতন পঞ্জিকা অনুসারে]-
আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন।
পেত্রগ্রাদের হাজার হাজার নারী সেদিন নেভ্‌স্কি সরনিতে মিছিল করে ধ্বনি দেয়: 'রুটি চাই!' 'যুদ্ধ শেষ করো!' 'নারীদের ভোটাধিকার
নারীদের ভোটাধিকার দিতে হবে!
যুদ্ধ শেষ করো!

দিতে হবে!' নারী বিক্ষোভের সমর্থনে ১ লক্ষ ২৮ হাজার শ্রমিক ধর্মঘট করল। জনগণের বৈপ্লবিক উদ্যোগকে স্বাগত করে বলশেভিকরা। ঝড়ের মতো ফুঁসে ওঠা আন্দোলনে তারা এনে দেয় সচেতনতা, সংগঠনশীলতা।

নারীদের ভোটাধিকার দিতে হবে!

যুদ্ধ শেষ করো!

রুটি চাই!

সেই দিনই শুরু হল ফেব্রুয়ারি বিপ্লব।

২৪ ফেব্রুয়ারি–
ধর্মঘটীদের সংখ্যা বেড়ে উঠল
২ লক্ষ ১৪ হাজারে।
২৫ ফেব্রুয়ারি–
শুরু হল নগরের অর্থনৈতিক
জীবনকে অচল করে দিয়ে
সাধারন রাজনৈতিক ধর্মঘট...

২৫ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় রাজধানীর
সামরিক জেলার অধিনায়ক
জেনারেল খাবালেভ অবি-
লম্বে রাজধানীতে বিশৃঙ্খলা
দমনের আদেশ পেলে
জারের কাছ থেকে।
কালকের মধ্যে রাজধানীতে বিশৃঙ্খলা
দমনের আদেশ দিচ্ছি, যুদ্ধের দুঃসময়ে
এটা একেবারে চলতে পারে না।

লোক জমায়েত নিষিদ্ধ করে
আমি বিজ্ঞপ্তি দিয়েছি।

২৬ ফেব্রুয়ারি–
শহরের কতকগুলি অঞ্চলে শ্রমিকদের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটল পুলিস আর সৈন্যদের।
নারীরা যাদের পক্ষে তাদেরই জয়!
নারীরা থাকুক, আমাদের পক্ষে আসা চাই সৈন্যদের।

২৭ ফেব্রুয়ারি – সাধারণ রাজনৈতিক ধর্মঘট পরিণত হল সশস্ত্র অভ্যুত্থানে। শ্রমিকদের বৈপ্লবিক ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে যুক্ত হল সৈনিকদের আন্দোলন।

২৭ ফেব্রুয়ারির **সকালে** অভ্যুত্থানীদের পক্ষে এসে গেল **১০ হাজার** সৈনিক।

দিনের বেলায় আরো **২৫ হাজার।**

সন্ধ্যায় আরো **৬৭ হাজার।**

পরের দিন – **১ লক্ষ ২৭ হাজার।**

২৭ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় শ্রমিক আর সৈনিকরা পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতে নির্বাচিত করে তাদের প্রতিনিধিদের। জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থনে পূর্ণ ক্ষমতা হাতে নেওয়ার অধিকার ছিল তাদের। কিন্তু সোভিয়েতের অধিকাংশ নেতা ছিল পেটি-বুর্জোয়া পার্টির লোক, এ পরিস্থিতিতে যে সিদ্ধান্ত ছিল আবশ্যক তা গ্রহণে তারা ছিল অক্ষম ও অনিচ্ছুক।

সোভিয়েত – শ্রমিক, সৈনিক, কৃষকদের নির্বাচনমূলক এই ধরনের রাজনৈতিক সংগঠন রাশিয়ায় প্রথম দেখা দেয় **১৯০৫-০৭** সালের প্রথম রুশ বিপ্লবের সময়।

জনবিপ্লবের তরঙ্গকে নিজেদের কাজে লাগায় বুর্জোয়ারা। শ্রমিক আর সৈনিকেরা যখন পেত্রগ্রাদের রাস্তায় রাস্তায় লড়ছিল ক্ষমতার জন্য, যে বুর্জোয়ারা এযাবৎ আসন পাচ্ছিল জারের রাষ্ট্রীয় দুমায়, **২৭ ফেব্রুয়ারির রাত্রে** তারা নিজেদের ঘোষণা করলে রাষ্ট্রীয় দুমার সাময়িক কমিটি বলে...

২ মার্চ— জারের কাছে গেলে রাষ্ট্রীয় দুমার সাময়িক কমিটির প্রতিনিধিরা, দাবি করল তার সিংহাসন ত্যাগ।

জার আর মন্ত্রীরা

এ বোঝাটায় আমার কী দরকার ?!

কী করা যায় জাঁহাপনা ?

উত্তরাধিকারীর জন্য সিংহাসন ত্যাগ করলে কেমন হয়?

না, আমার এবং আমার পুত্রের পক্ষ থেকে সিংহাসন ত্যাগ করছি আমার ভাইয়ের জন্য।

তব অত্যন্ত যারা রাজি, চট করেই তারা হাজির !
জারের রাষ্ট্রীয় দুমা
রাষ্ট্রীয় দুমার সাময়িক কমিটি
সাময়িক সরকার
সেইদিনই পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের নেতৃবৃন্দের আশীর্বাদ নিয়ে বুর্জোয়ারা গঠন করল রাশিয়ার সাময়িক সরকার।

নাগরিক
গুচকভ
সমর আর নৌবহর মন্ত্রী

নাগরিক
লভোভ
সরকার-প্রধান

গুচকভ – বৃহৎ পুঁজিপতি, ১৯০৫-১৯০৭ সালের রুশ বিপ্লবকে সমাধিস্থ করায় উচ্ছ্বসিত।

লভোভ – বড়ো দরের জমিদার, বৈপ্লবিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থার পক্ষপাতী।

সাময়িক সরকারের প্রথম মন্ত্রিসভা

রাশিয়ায় কে এল ক্ষমতায়?
একদিক থেকে বুর্জোয়া গনতন্ত্রী। অন্যদিকে...

১৯১৭ সালের মার্চে রাশিয়ায় গড়ে উঠল দুই ক্ষমতার একটা নিজস্ব ধরনের চূড়ান্ত বিরোধগর্ভ পরিস্থিতি: বুর্জোয়ার ক্ষমতা আর প্রলেতারিয়েত ও কৃষকদের বিপ্লবিক-গণতান্ত্রিক ক্ষমতা।

পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের ১ নং আজ্ঞাক্রমে আজ আমরা ফৌজ কমিটি নির্বাচন করব।

কিন্তু জেনারেল কি অনুমতি দিয়েছেন?

অনুমতির কোনো দরকার নেই। জেনারেল আর সমস্ত অফিসারের হুকুমের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকবে আমাদের কমিটির।

মেনশেভিক নেতাদের পাপচক্রে বুর্জোয়া সাময়িক সরকারকে ক্ষমতায় আসতে দিলেও জনগনের সমর্থনপুষ্ট পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতও ছিল পুর্ন ক্ষমতার অধিকারী।
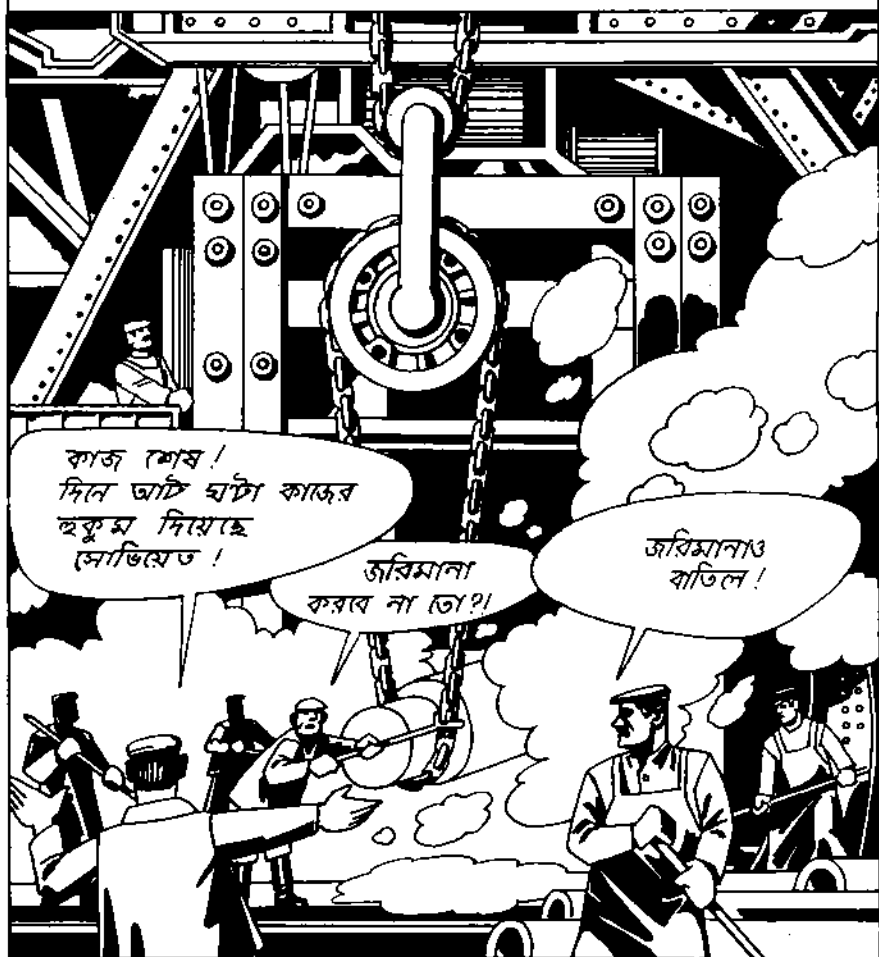
দ্বৈত ক্ষমতার মর্মার্থ লেনিন দেখেছিলেন প্রালেতারিয়েতের রাজনৈতিক পরিপক্বতার অপূর্নতায়, সেই সঙ্গে পেটি-বুর্জোয়া স্তরের অসাধারন সক্রিয়তা বৃদ্ধির মধ্যে।

সে দিনগুলোর অসংখ্য সভাসমাবেশে পেত্রগ্রাদবাসীদের তার অবাক লাগত না। কিন্তু এই সভাটা ছিলে ইতিহাসের একটা অঙ্ক।
১৯১৭ সালের ৩ এপ্রিল
হাজার হাজার পেত্রগ্রাদবাসী সমবেত হয় প্রবাস থেকে লেনিনের প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে।
স্কোয়ারে উপস্থিত লোকেরাই শুধু নয়,
সারা রাশিয়া শুনেছিল তাঁর কথা।
...সাময়িক সরকারের আমলেও যুদ্ধ থেকেই যাচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী!
...কোনো সমর্থন নয় সাময়িক সরকারকে!..
...সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব জিন্দাবাদ!..
আরে না, শুনছি বলশেভিকদের নেতা বিদেশ থেকে ফিরছে। কিছু একটা ঘটবে বোধ হয়, অ্যাঁ?!
স্টেশনে মিটিং কেন? কেউ চলে যাচ্ছে নাকি?

মিত্রশক্তি মহাশয়রা, হ্যাঁ, হ্যাঁ, জয়লাভ না হওয়া পর্যন্ত আমরা লড়াই চালিয়ে যেতে রাজি!
লড়তে চাই না!
আচ্ছা, বলো তো, লড়তে রাজি-টা কে?
কে আবার, সাময়িক সরকার।
তাহলে ওরাই লড়ুক গিয়ে!

সাময়িক সরকার বিপ্লবের প্রধান প্রধান কোনো একটা সমস্যারও সমাধান করে নি, করতে পারতও না: যেমন, যুদ্ধ ও শান্তি, কৃষি, শ্রমিক সমস্যা, দুর্দশা আর বুভুক্ষার সঙ্গে সংগ্রামের প্রশ্ন, জাতীয় সমস্যা। সুন্দর সুন্দর সমস্ত আশ্বাস বুদ্বুদের মতো ফেটে যায়।

সাময়িক সরকার

রুটি!

শান্তি!

স্বাধীনতা!

পুঁজিবাদী মন্ত্রী— মুর্দাবাদ!

রুটি, শান্তি, স্বাধীনতা!

রাশিয়ায় সে মাসগুলোর রাজনৈতিক দিনপঞ্জি সংকটাকীর্ণ। জনগনের চাপে সাময়িক সরকারে অদল-বদল হলেও এক টাকার থলির বদলে এসেছে আরেকটা, একজন প্রতিবিপ্লবীর জায়গায় তৎক্ষনাৎ অন্যজন।

নিহত ৫৬ জন

আহত ৬৫০ জন

না, এটা জারের আমল নয়,
১৯১৭ সালের ৪ জুলাই।
সাময়িক সরকারের সৈন্যবাহিনী গুলি চালাল ৫ লক্ষ শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রীর ওপর। তারা বিপ্লবকে বাঁচাতে চেয়েছিল... নিজেদেরই লোকদের হাত থেকে!

জুলাইয়ের রক্তগঙ্গার পর লেনিন লিখলেন: 'প্রতিবিপ্লব সংগঠিত, সংহত হয়েছে, কার্যত রাষ্ট্রক্ষমতা নিয়েছে নিজেদের হাতে।'

দ্বৈত ক্ষমতার অবসান হল।

শ্রমিক ইভানভকে খুন করল কেন?
বলশেভিকদের 'লিস্তক প্রাভদি' পত্রিকা বিক্রি করছিল সে।
প্রতিক্রিয়ার শুরু।
অবিলম্বে লেনিনকে গ্রেপ্তার করা দরকার।
বলশেভিকদের পার্টি অবৈধ অবস্থায় কাজ চালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। লেনিন পেত্রগ্রাদ ত্যাগ করে ছোটো একটা স্টেশন রাজ্লিভে লুকিয়ে থাকেন।
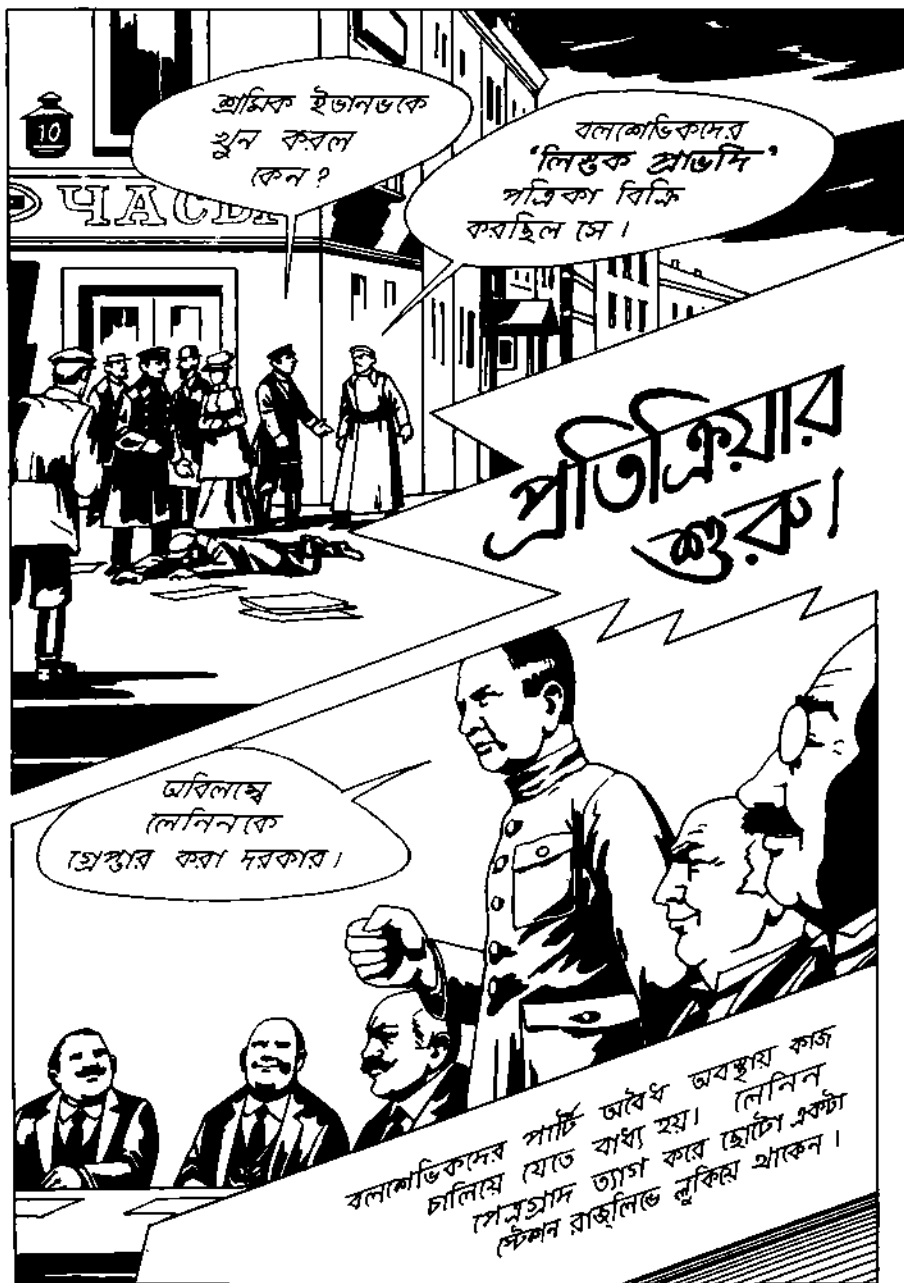
খুন, গ্রেপ্তার, ছাপাখানা চুরমার করা হলেও বলশেভিক সংবাদপত্র সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকে। 'প্রাভদা' পত্রিকা (পার্টির প্রধান মুদ্রিত মুখপত্র) প্রকাশিত হতে থাকে 'রাবোচি ই সলদাৎ', 'প্রলেতারি', 'রাবচিই পুৎ' ইত্যাদি বিভিন্ন নামে।
বলশেভিকদের যে কংগ্রেস ডাকা হয়েছে সে খবর পড়েছেন? কিন্তু আশ্চর্য, কোথায় সেটা হচ্ছে তা লেখে নি?
এখন কংগ্রেস কাজ চালাতে পারে কেবল বেআইনি অবস্থায়।
২৬ জুলাই থেকে ৩ অগস্ট পর্যন্ত
বলশেভিক পার্টির ৬ষ্ঠ কংগ্রেস চলে পেত্রগ্রাদে। সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য প্রস্তুতির পথ নেয় তা, সেই নির্ধারক মুহূর্তে সেটা সম্ভব যখন জাতীয় আয়তনে সংকট আর বৈপ্লবিক জোয়ারের ফলে বিজয়ের শর্ত গড়ে উঠবে।

এই লোকদের মধ্যে

কেরেনস্কি— সাময়িক সরকারের নতুন প্রধান মন্ত্রী। লোকটা নিজেকে জাহির করে 'রুশ বিপ্লবের পরিত্রাতা' বলে।

সামরিক একনায়কত্ব স্থাপন করলে বেশ হয়। বলশেভিকরা তাতে হাত-বাঁধা হয়ে পড়বে।

রাশিয়ার সামরিক একনায়কত্ব স্থাপনের জন্য জেনারেল কর্নিলভ ১৯১৭ সালের ২১–৩১ অগস্ট সসৈন্যে এগুতে থাকেন পেত্রগ্রাদের দিকে। তাঁর বিদ্রোহের পেছনে ছিল বৃহৎ বুর্জোয়া, আঁতাঁতেরও সমর্থন পায় তা। কর্নিলভের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সংগঠক হয়ে দাঁড়ায় বলশেভিকরা। বিদ্রোহ দমন করে বিপ্লবী সৈন্যরা।

কর্নিলভ হাঙ্গামা বানচাল হয়ে যাওয়ায় বদলে যায় দেশের পরিস্থিতি। প্রচণ্ড বেড়ে ওঠে বলশেভিকদের প্রতিষ্ঠা, সেই সঙ্গে জনগণের কাছে পরিষ্কার হয়ে ওঠে সাময়িক সরকারের স্বরূপ।

১৯১৭ সালের হেমন্ত ...
পাখিরা কোথায় উড়ে যাচ্ছে বাবা?
গরম দেশে, যেখানে এখনও বিপ্লব হয় নি!
দুই সপ্তাহের মধ্যে রুটির রেশন কমেছে ৬ বার। এখন রুটি আর চোখেই পড়ছে না।
খালি হাতখানায় কী দেখছ?
রুটি
মাথা খারাপ হল নাকি!
জুতোর ঠিক ১/৩ ভাগ কেটে দিন।
ওর আর দোষ কী? মাসে ও মাইনে পায় ৩৫ রুবল, আর জুতোর দাম ১০০ রুবল।
জুতো

শুরু হল হেমন্ত, রুশ বিপ্লবের বসন্ত হওয়াই যার নির্বন্ধ।

বিপ্লবীদের টালবাহানা
ক্ষমা করবে না ইতিহাস,
আজ তারা জয়লাভ করতে পারে
(নিশ্চয় আজই জয়লাভ করবে),
আগামী কাল অনেককিছু হারাবার,
সবকিছুই হারাবার ভয় আছে।

ভ.ই. লেনিন

আপনারা কার পক্ষে? সরকারকে রক্ষা করছেন বুঝি?
সরকার আর নেই, জয় ভগবান!

অক্টোবরের গোড়ায় লেনিন ফিনল্যাণ্ড থেকে পেত্রগ্রাদে এলেন।
পেত্রগ্রাদ
293

১/৩২, সের্দোবলস্কায়া রাস্তা
আপনাকে এইখানে, গুপ্ত ফ্ল্যাটে রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

১) অভ্যুত্থানী বাহিনীগুলির হেড-কোয়ার্টার স্থাপন করতে হবে।
২) শক্তি বণ্টন করতে হবে।
৩) প্রধান শক্তিগুলিকে পাঠাতে হবে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে: টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, রেল স্টেশন।
৪) জেনারেল স্টাফ ও সাময়িক সরকারকে গ্রেপ্তার করতে হবে।
৫) প্রতিবিপ্লবের সম্ভবপর সমস্ত সশস্ত্র ক্রিয়াকলাপ দৃঢ়ভাবে দমন নিশ্চিত করতে হবে।
লেনিন কৃত সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা

আমাদের কারখানায় অভ্যুত্থানের জন্য সবাই তৈরি। কবে শুরু করব কমরেড?

আমরা কেবল তখন নামব, যখন অভ্যুত্থানের সিদ্ধান্ত নেবে পার্টি।

৩২/১,
কার্পভস্কায়া এম্ব্যাঙ্কমেন্ট

অভ্যুত্থান পরিপক্ক ও অনিবার্য।

সশস্ত্র অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব নিতে হবে পার্টিকে!

১৯১৭ সালের ১০ অক্টোবর

রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশনে অবিলম্বে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রস্তুতির জন্য লেনিনের প্রস্তাব গৃহীত হল।

পেত্রগ্রাদ সৈন্যাবাসের সৈনিকেরা

অভ্যুত্থানের লড়িয়ে শক্তি ছিল এইরকম
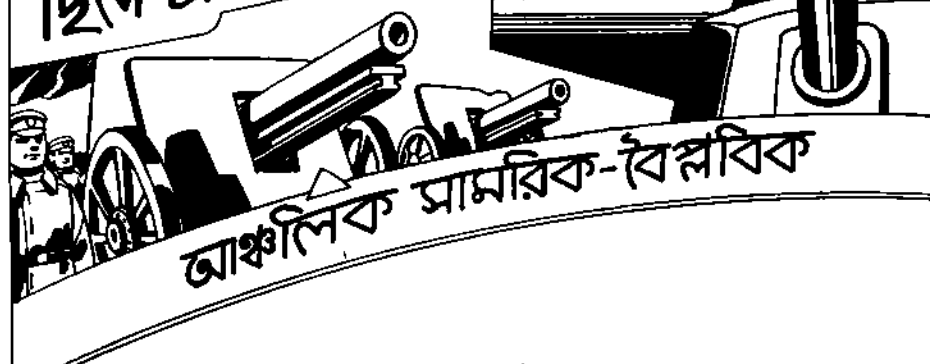
আঞ্চলিক সামরিক-বৈপ্লবিক

আঞ্চলিক সামরিক-বৈপ্লবিক কমিটি — বলশেভিকদের উদ্যোগে সোভিয়েতগুলি দ্বারা গঠিত অস্থি সংস্থা। বিভিন্ন শ্রেণী ও সামাজিক স্তরের প্রতিনিধি ছিল তাতে।

পেত্রগ্রাদে অক্টোবরের সশস্ত্র অভ্যুত্থানে বলশেভিক পার্টি নির্ভর করেছিল বড়ো বড়ো সশস্ত্র বাহিনীর ওপর। তাদের অগ্রবাহিনী ছিল লাল রক্ষীরা, সংগ্রামের গতিপথে তাদের সংখ্যা বেড়ে ওঠে ৪০ হাজারে।

বলটিক নৌবহরের নাবিকেরা
লাল রক্ষী
লাল রক্ষী – শ্রমিকদের সশস্ত্র বাহিনী। কলকারখানায় বলশেভিকদের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে ১৯১৭ সালের মার্চ মাস থেকে।
কমিটিগুলি
সামরিক-বৈপ্লবিক কমিটি হল রাজধানীতে অভ্যুত্থান চালাবার সংস্থা, পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাবক্রমে গঠিত হয় পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের অধীনে।
অভ্যুত্থান পরিচালনার জন্য সামরিক-বৈপ্লবিক কেন্দ্র।
স্তালিন
ট্রটস্কি
অভ্যুত্থানের রাজনৈতিক সংগঠন এইরকম ছিল

অক্টোবর ১৯১৭।
কিসের জন্য আমি লড়ছি? কনস্তান্তিনোপল, নাকি স্বাধীন রাশিয়ার জন্য? এতগুলো বছর ধরে কেন আমাদের বসে থাকতে হবে ট্রেঞ্চে?
শ্রমিকেরা প্রশাসন ব্যবস্থাদি তুলে দিয়ে পরিচালনা নেয় নিজেদের হাতে।
আমাদের হাতে কারখানা ছেড়ে দেওয়ার সময় এসে গেছে!
সৈনিকেরা নিঃসন্দেহ হয়ে উঠল যে চতুর্থ শীতটাও তাদের ট্রেঞ্চে পচাবার মতলব হচ্ছে, ফ্রন্ট ছেড়ে চলে যেতে থাকে তারা।

দেশের পরিস্থিতি ছিল এইরকম

বানিজ্য মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রী
বুর্জোয়া পার্টিরা
শাসক শ্রেণীরা বিপর্যয় রোধ করতে অক্ষম হল।

সাময়িক সরকারের অকর্মণ্যতা আর
পেটি-বুর্জোয়া পার্টিগুলির কর্মসূচির ব্যর্থতায়
নিঃসন্দেহ হয়ে সোভিয়েতগুলির পার্টি-
বহির্ভূত সদস্যেরা বলশেভিকদের এবং
তাদের সামাজিক পুনর্গঠনের বাস্তব কর্ম-
সূচিকে সমর্থন করতে শুরু করল।
বুর্জোয়া পার্টিরা
সরকার

শ্রমিক মহল্লাগুলিতে বলশেভিকরা প্রচার করতে লাগল সোভিয়েতগুলি কর্তৃক ক্ষমতা গ্রহণের ধ্বনি।
সব ক্ষমতা চাই সোভিয়েতগুলির হাতে!
তোমরা এখানে উপোস দিচ্ছ, সোভিয়েতের সদস্যরা ওদিকে আনারস খাচ্ছে।
পেত্রগ্রাদের রাস্তায় দুই দুনিয়ার
তামসিক শক্তির দালালেরা দোকানদার আর সমাজতান্ত্রিক নেতাদের খুন করার জন্য লোকেদের উস্কাত।
পুস্‌কিনের দোকানে দাঙ্গাহাঙ্গামা!
বলশেভিকরা বিপ্লবের সবচেয়ে বিপজ্জনক শত্রু!
মিত্র শক্তিদের না জানিয়ে জার্মানদের কাছে শান্তির প্রস্তাব দিয়েছে যুদ্ধ মন্ত্রী!

যত দিন যায়, কেবলি অসহায় হয়ে পড়তে থাকে সরকার। পৌর কর্তৃপক্ষও ভেঙে পড়ল। বেপরোয়া লুটপাট খুনজখমের খবর বেরতে থাকল কাগজে, কিন্তু অপরাধীদের শাস্তি হচ্ছিল না। রাস্তা পাহারা দিতে শুরু করল শ্রমিকদের দল, লুঠেরাদের ভাগিয়ে দিত, যে অস্ত্র পেত বাজেয়াপ্ত করে নিত।
সংঘাত হয়ে উঠল আসন্ন।
২য় সারা রুশ সোভিয়েত কংগ্রেস বসতে চলেছে, সারা দেশ থেকে প্রতিনিধি আসতে থাকল তাতে।
প্রতিনিধি নিবন্ধভুক্তি

কেরেন্স্কি আর মন্ত্রীরা

ক্ষিয়ারে আমার সর্বনাশ,
আমার যাই ঘটুক,
তাতে কিছু এসে যায় না,
তবে এ ঘোষণা করার সাহস আমি রাখি
যে ঘটনাবলির সমস্ত প্রহেলিকাই আসছে
শহরে বলশেভিকদের প্ররোচনা থেকে।
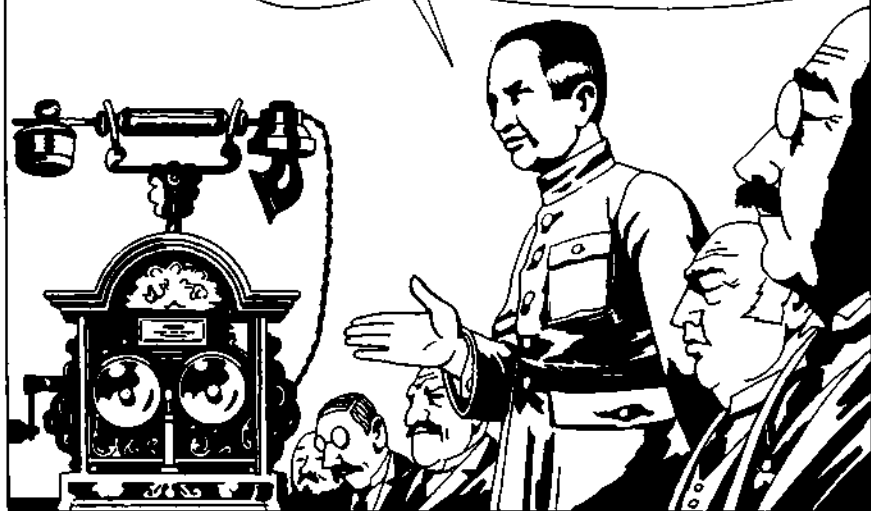
এমন সরকার বেশি দিন টিকবে না!
এখন কেবল একটা ধাক্কা দিলেই সরকার ভেঙে পড়বে!
সবকিছু থেকে দেখা যাচ্ছে যে পেত্রগ্রাদে আজকালের মধ্যেই ক্ষমতা বদলাবে...
কিন্তু ঠিক কবে? আজ না কাল?
আজ না কাল?!..
রুশ বিপ্লবের ইতিহাসে
এল ক্রান্তির মুহূর্ত...

প্রধান মন্ত্রী কেরেন্স্কির মতে, বলশেভিক পত্রিকার এই সংখ্যাটা প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল না।
রাবচিই পুৎ
সাময়িক সরকার আক্রমণে নামলে।
২৪ অক্টোবর 'রাবচিই পুৎ' ('প্রাভদার' তখনকার নাম) ছাপাখানায় হামলা করার হুকুম দিল সাময়িক সরকার।

সাময়িক সরকারের সামরিক ইউনিটেরা সেতুগুলো খুলে ফেলার চেষ্টা করল, কিন্তু লাল রক্ষীরা পাহারা দিতে লাগল সেগুলোকে। এই সময় বৈপ্লবিক সাঁজোয়া বাহিনীগুলো মিলিত হতে থাকে বিপ্লবের হেড-কোয়ার্টার স্মোলনি ইনস্টিটিউটের কাছে।

'কমরেডগণ!
এই লাইনগুলো লিখছি ২৪ তারিখের সন্ধ্যায়, পরিস্থিতি এত সংকটজনক যে বলা যায় না। এখন স্পষ্টাধিক স্পষ্ট যে অভ্যুত্থানে বিলম্ব মানে সত্যই মৃত্যু।'
কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের নিকট লেনিনের পত্র থেকে।
২৪ অক্টোবর সন্ধ্যায় সের্দোবল্‌স্কায়া আর সাম্‌সোনেভস্কি রাস্তার মোড়ের বাড়িটা থেকে বেরিয়ে এলে একজন লোক... পথচারীদের কেউ ভাবতেই পারে নি যে কয়েক ঘণ্টা বাদে ঠিক এই লোকটিই অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব করবেন।
কোথায় যাওয়া হচ্ছে গো মিতে?
'বিপ্লব করতে!'— লেনিন
604

স্মোল্‌নি,
সামরিক-বৈপ্লবিক
কেন্দ্র।
আমাদের এমনভাবে
কাজ করতে হবে যাতে
সোভিয়েত কংগ্রেস উদ্বোধনের
দিনই আমরা বলতে
পারি: 'এই রইল ক্ষমতা!
কী করতে চান
তা নিয়ে?!'
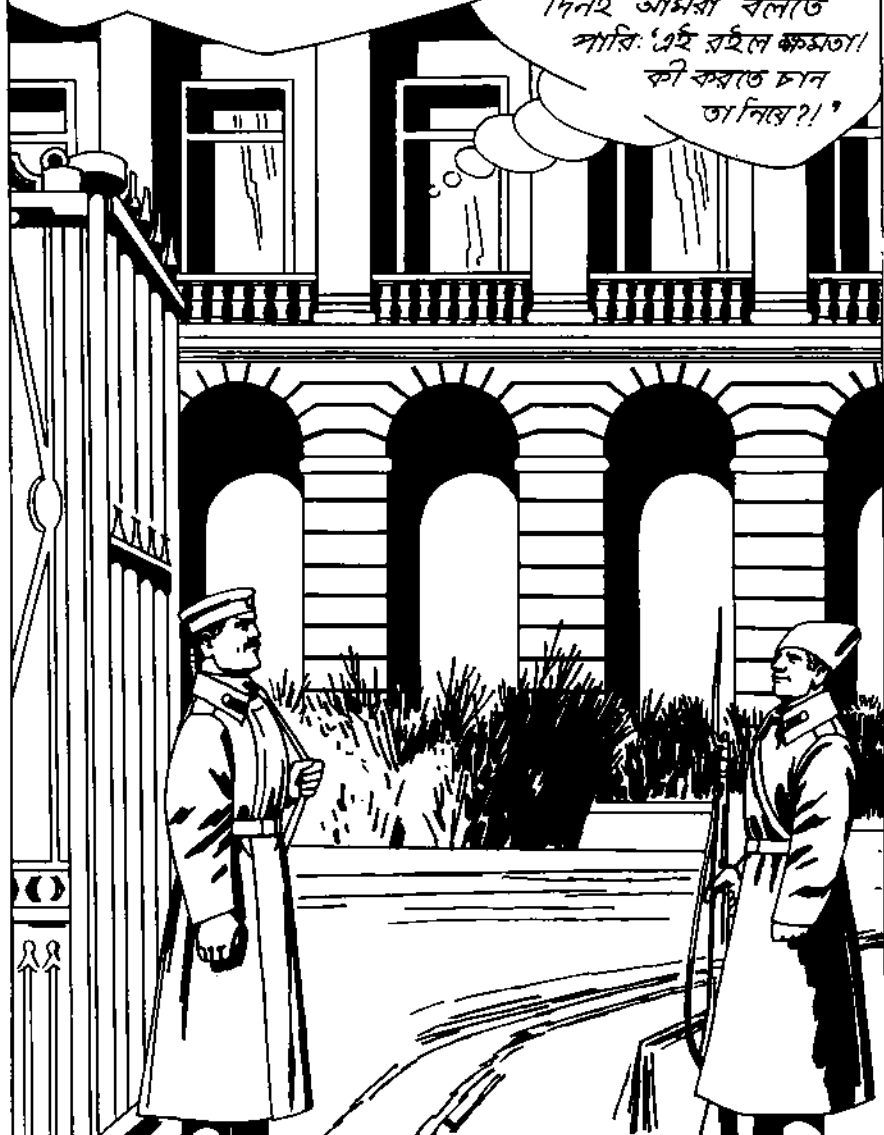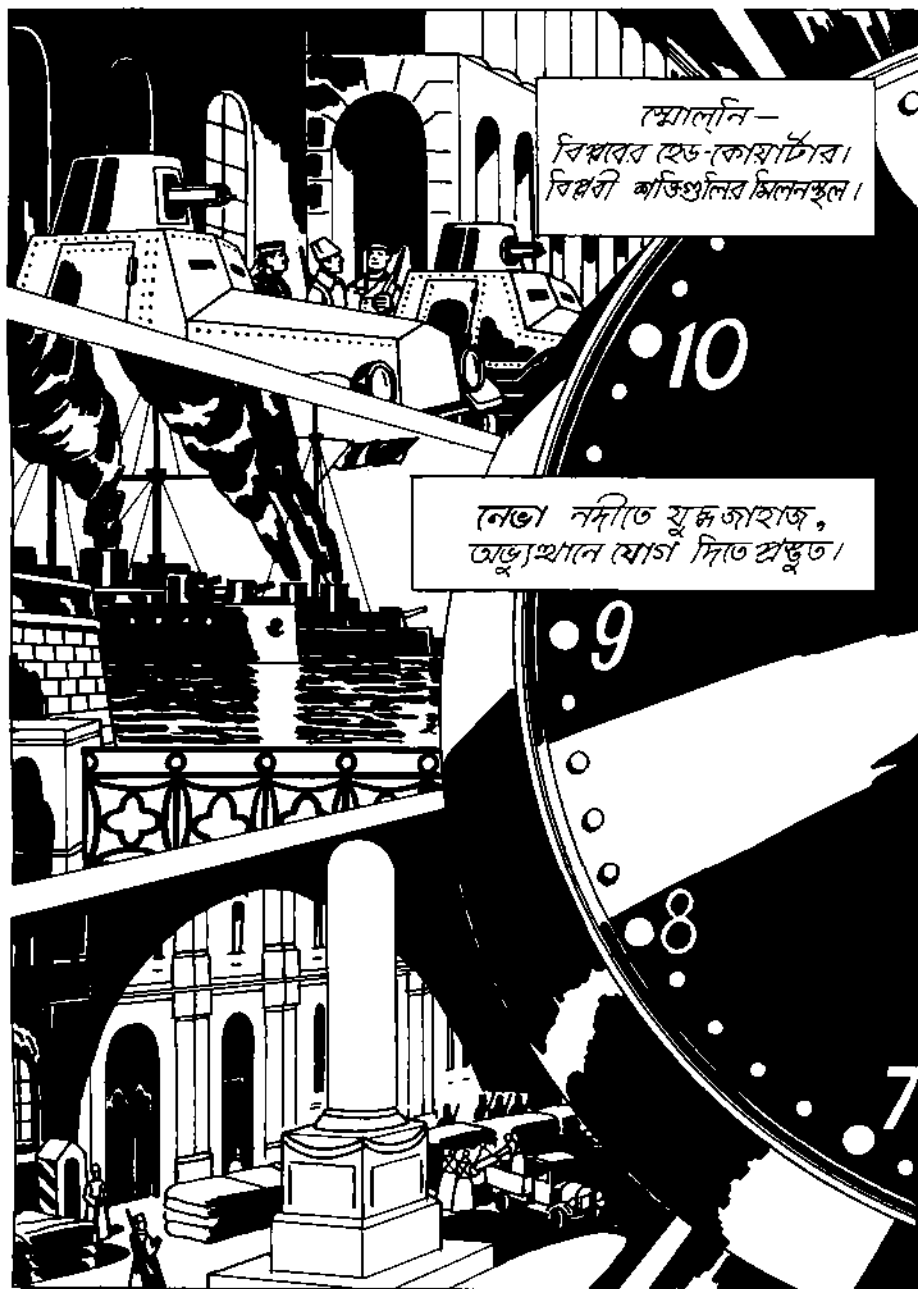
স্মোল্‌নি—
বিপ্লবের হেড-কোয়ার্টার।
বিপ্লবী শক্তিগুলির মিলনস্থল।
নেভা নদীতে যুদ্ধজাহাজ,
অভ্যুত্থানে যোগ দিতে প্রস্তুত।
10
9
8
7

প্রধান ডাকঘর ১টা২০
নিকোলায়েভস্কি স্টেশন ২টো
বিদ্যুৎ স্টেশন ২টা১০
২৪-২৫ অক্টোবর মধ্য রাত্রির পর অভ্যুত্থানীদের হাতে এল...
সে তো নিশ্চয়, সাময়িক সরকারের সৈন্যরা এর মধ্যেই শীত প্রাসাদের কাছে ব্যারিকেড তুলতে শুরু করেছে যে।
সকালের মধ্যে আমাদের প্রধান প্রধান স্ট্র্যাটেজিক জায়গাগুলো দখল করতে হবে।

আর
ভোর সকালে...
সকাল প্রায় ৬টার সময়
গার্ড নৌবহরের নাবিকেরা
দখল করল রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক।
এত সকালে কেন? কত চাই আপনাদের?
আমরা চাই সবই!
রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক
সকাল ৮টার সময়
লাল রক্ষীরা দখল করল
ওয়ারশ স্টেশন ...
ওহে, জিনিসগুলো নিয়ে চলো-না!
নিজেই বইবেন একবার!
কী হচ্ছে এসব ?!
বিপ্লব হচ্ছে ম্যাডাম...

সকাল
৭টার সময়
সৈন্যরা দখল করল
প্রধান টেলিফোন স্টেশন।
মেয়ে-ফেয়ে
কেউ নেই
এখানে!
টেলিফোন-মেয়ে
কানকাকান
দিন!
এমন নিখুঁতভাবে বলশেভিকরা
অভ্যুত্থান সংগঠিত করে
যে সকালের মধ্যেই
শহর চলে আসে
অভ্যুত্থানীদের হাতে...
যুদ্ধজাহাজ 'অরোরা'
এসে দাঁড়াল শীত
প্রাসাদ কামান দাগার
আওতার মধ্যে।

আর
ভোর সকালে...
সকাল প্রায় ৬টার সময়
গার্ড নৌবহরের নাবিকেরা
দখল করল রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক।
এত সকালে
কেন? কত চাই
আপনাদের?
আমরা চাই
সবই!
রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক
সকাল ৮টার সময়
লাল রক্ষীরা দখল করল
ওয়ারশ স্টেশন...
ওহে,
জিনিসগুলো নিয়ে
চলো-না!
নিজেই
বইবেন এবার!
কী
হচ্ছে
এসব?!
বিপ্লব
হচ্ছে
ম্যাডাম...

সকাল
৭টার সময়
সৈন্যরা দখল করল
প্রধান টেলিফোন স্টেশন।
মেয়ে-ফেয়ে
কেউ নেই
এখানে!
টেলিফোন-মেয়ে
কানেকশান
দিন!
এমন নিখুঁতভাবে বলশেভিকরা
অভ্যুত্থান সংগঠিত করে
যে সকালের মধ্যেই
শহর চলে আসে
অভ্যুত্থানীদের হাতে...
যুদ্ধজাহাজ 'অরোরা'
এসে দাঁড়াল শীত
প্রাসাদে কামান দাগার
আওতার মধ্যে।

সর্ববাদিসম্মত সমর্থন পাবে আমাদের সরকার!
যারা আমাদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে তাদের খতম করা দরকার।
বলশেভিকরা আবার কে? কেউ তাদের পক্ষে যাবে না!
সবাই বলছে যে আপনাদের পতন হয়েছে। অধিবেশন চালিয়ে আর লাভ কী? চা খেয়ে বাড়ি চলে গেলেই তো হয়!
ওরা অধিবেশন চালিয়েই যাচ্ছে যেন কিছুই ঘটে নি।
বোঝাই যাচ্ছে যে ওরা জানেই না যে ওদের ক্ষমতা ঘুচে গেছে।

২৫ অক্টোবর সকালে সামরিক-বৈপ্লবিক কমিটি গ্রহন করল লেনিন লিখিত আবেদন 'রাশিয়ার নাগরিকদের প্রতি!'
রাশিয়ার
নাগরিকদের প্রতি!
সাময়িক সরকারের উচ্ছেদ হয়েছে...
জনগন যার জন্য লড়ছিল...
সে সাধনা সুনিশ্চিত...
শ্রমিক, সৈনিক আর কৃষকদের বিপ্লব
জিন্দাবাদ!

শীত প্রাসাদ।
ঝঞ্ঝাক্রমনের আগের কয়েকটা ঘন্টা। প্রত্যক্ষদর্শী মার্কিন সাংবাদিক জন রীডের বিবরন...
নারী ব্যাটালিয়ন সাময়িক সরকারের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
ঘর বন্ধ করে থাকুন দিদিমনিরা। কিছু একটা ঘটলে বেঁচে যাবেন।
কিন্তু দরজা বন্ধ কেন?
সৈন্যরা যাতে না চলে যায়।
'অরোরা' কামান দাগলে শীত প্রাসাদে।
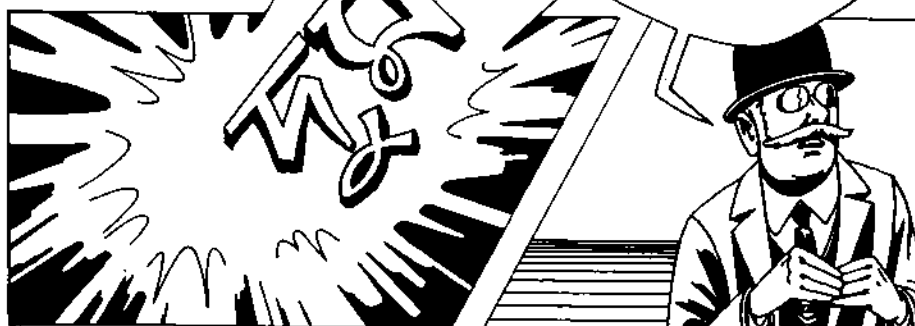
প্রধান মন্ত্রীর সাক্ষাৎকার নেওয়া যেতে পারে?
আলেকসান্দর ফিওদরোভিচ কেরেনস্কি অত্যন্ত ব্যস্ত... সত্যি বলতে, তিনি এখানে নেই...
উনি ফ্রন্টে গেছেন। আর জানেন, মোটরগাড়ির পেট্রলও যথেষ্ট ছিল না। ব্রিটিশ হাসপাতাল থেকে ধার করতে হল।
রাশিয়া আর গণতন্ত্রকে বাঁচাব!
কেরেনস্কি
রাশিয়া থেকে আমি চলে যেতে চাই। ঠিক করেছি, আমেরিকান ফৌজে যোগ দেব। দয়া করে আপনি এতে সাহায্য করবেন আমায়?
প্রাসাদ তো অটুট। তার মানে ফসকেছে।
আপনাদের সরকার পতনের পক্ষে একটা ফাঁকা আওয়াজই যথেষ্ট।

জনগণের হাতে ক্ষমতা
যে শ্রমিক আর কৃষক বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তার কথা বলশেভিকরা সর্বদা বলে এসেছে, তা ঘটল।
তার মানে জিতে গেলাম ?
না, সবই কেবলে শুরু হচ্ছে। আরো অনেক-কিছু করবার আছে।

২৫ অক্টোবর সন্ধ্যা ১০টা ৪০ মিনিট সশস্ত্র অভ্যুত্থানের ভরা জোয়ারে স্মোলনিতে উদ্বোধন হল শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের দ্বিতীয় সারা রুশ সোভিয়েত কংগ্রেসের।
২৬ অক্টোবর রাত্রি ২টা ১০ মিনিট সাময়িক সরকারের মন্ত্রীরা গ্রেপ্তার... প্রাসাদে অবস্থিত অফিসার ও সৈন্যদের নিরস্ত্র করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ...
'ঘোষণা করছি যে আমরা শীত প্রাসাদ ধ্বংস করি নি, শান্তিপূর্ণ অধিবাসীদের খুন করি নি, কেবল প্রতিবিপ্লবীদের হাত থেকে মুক্তি ও বিপ্লবকে রক্ষা করেছি। আমরা কামান দাগলে শুধু শীত প্রাসাদের নয়, আশেপাশের রাস্তাগুলোর একটা ইটও বাকি থাকত না... গুজবে কান দেবেন না! কেবল একটা ফাঁকা আওয়াজ করা হয়েছে ...'
'আভরোরা' যুদ্ধজাহাজের নাবিকদলের কাছ থেকে 'প্রাভদা' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর নিকট পত্র।
АВРОРА
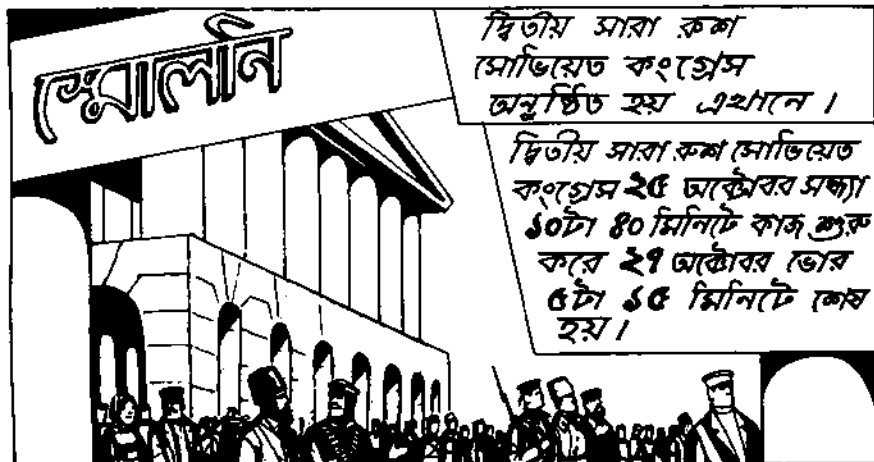
এই একটা দিন আর একটা রাতের কিছু বেশি সময়ের মধ্যে রাশিয়ার জনগণ পেল তাই যার স্বপ্ন তারা দেখেছে যুগ যুগ ধরে, সত্যকার জনচরিত্রের শ্রমিক-কৃষক সরকার ছাড়া জার, সাময়িক সরকার বা অন্য কোনো সরকারই যা দিতে পারত না, দিতে চায় নি।
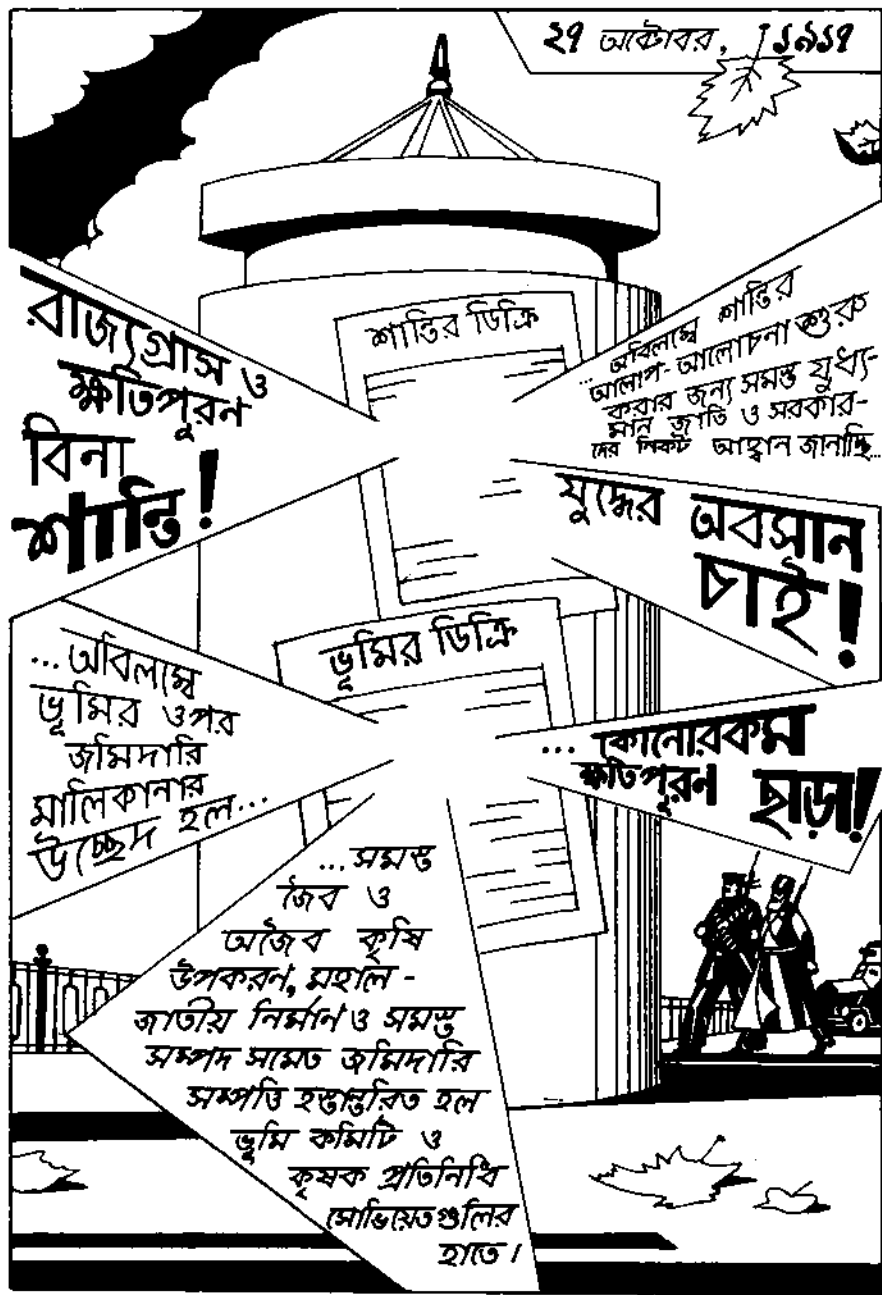
২৭ অক্টোবর, ১৯১৭
শান্তির ডিক্রি
রাজ্যগ্রাস ও ক্ষতিপূরণ বিনা শান্তি!
...অবিলম্বে শান্তির আলোপ-আলোচনা শুরু করবার জন্য সমস্ত যুধ্যমান জাতি ও সরকারদের নিকট আহ্বান জানাচ্ছি...
যুদ্ধের অবসান চাই!
ভূমির ডিক্রি
...অবিলম্বে ভূমির ওপর জমিদারি মালিকানার উচ্ছেদ হল...
... কোনোরকম ক্ষতিপূরণ ছাড়া!
...সমস্ত জৈব ও অজৈব কৃষি উপকরণ, মহালি-জাতীয় নির্মাণ ও সমস্ত সম্পদ সমেত জমিদারি সম্পত্তি হস্তান্তরিত হল ভূমি কমিটি ও কৃষক প্রতিনিধি সোভিয়েতগুলির হাতে।

দ্বিতীয় সারা রুশ সোভিয়েত কংগ্রেসে গঠিত হল বিশ্বের প্রথম শ্রমিক ও কৃষক সরকার —
জনকমিসার পরিষদ।
কেরেন্‌স্কিকে ওরা ভাগাল কেন?
শুনছি শীত প্রাসাদ থেকে তাকে পালাতে হয়েছে মেয়ের ছদ্মবেশে।
তোমায় নারী ব্যাটালিয়নে ঢুকতে না দিয়ে ঠিকই করেছিলোম মাশা।
অবিলম্বে শান্তির প্রতিশ্রুতি একটা মিথ্যা কথা! রুটির প্রতিশ্রুতি— ভাঁওতা!
জমি দেবার কথাটা আষাঢ়ে গল্প!
বলশেভিকদের প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করবেন না।

লেনিন নির্বাচিত হলেন তার প্রধান। জনকমিসারদের ক্রিয়াকর্মের ওপর নিয়ন্ত্রন ও তাদের অপসারনের অধিকার রইল শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষক প্রতিনিধিদের সারা রুশ কংগ্রেস আর তার কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির হাতে।

হ্যাঁ, এটা ছিল শ্রমিক শ্রেণীর জনক্ষমতা, কৃষকদের সঙ্গে সহযোগে তারা গড়ে **শোষণহীন** সমাজ।

জনক্ষমতার কর্তব্য:

শ্রেণীতে সামাজিক ভাগাভাগির বিলোপ,
মানুষ কর্তৃক মানুষ শোষনের সর্ববিধ ভিত্তির বিলোপ,
নতুন রাষ্ট্রযন্ত্র গঠন,
নতুন সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি নির্মান,
সাংস্কৃতিক বিপ্লব।

১৯১৭ সালের ২ নভেম্বর সোভিয়েত সরকার গ্রহণ করে 'রাশিয়ার জাতিসমূহের অধিকার ঘোষণা', তাতে বিধৃত হয় জাতীয় সমস্যা সমাধানের মূলনীতি :
রাশিয়ার জাতিসমূহের সমতা ও সার্বভৌমত্ব
মুখে মুখে আমরা পুরুষ থেকে পুরুষান্তরে আমাদের ইতিহাস, লোককথা, কিংবদন্তী তুলে দিয়েছি— লিপি ছিল না। এখন তা থাকবে! আর পরে... থাকবে নিজেদেরই বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, ইঞ্জিনিয়ার...
রাশিয়ার ভূখণ্ডস্থ সমস্ত জাতীয় সংখ্যালঘু ও নরকৌলিক গ্রুপের অবাধ বিকাশ।
সমস্ত ও সর্ববিধ জাতীয় এবং জাতীয়-ধর্মীয় বিশেষ সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা বাতিল।
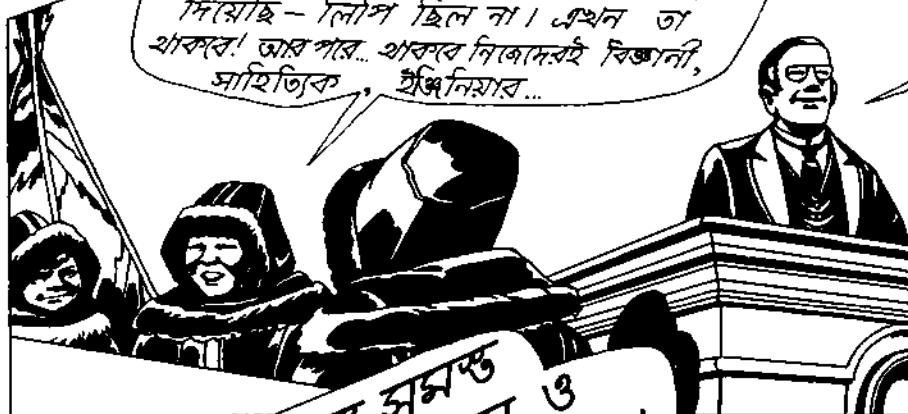
রাশিয়ার জাতিসমূহের বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন অবধি আত্মনির্ধারনের অবাধ অধিকার।
পৃথক হবার যে অনুরোধ আমরা জানিয়েছিলাম, তার উত্তরে আজ ১৯১৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর সোভিয়েত সরকার ফিনল্যাণ্ডের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা স্বীকার করেছেন।
আজ আমরা আমাদের জনগনের ইতিহাসে প্রথম এমন স্কুল খুলেছি যেখানে সকলে বিনা বেতনে মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ করতে পারবে।
রাশিয়া গেল! সাম্রাজ্য গেল! বলশেভিকরা সব উড়িয়ে-পুড়িয়ে ছিনিমিনি খেলেছে!
কত বছর ধরে কত দরদে একটু একটু করে সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলাম... বলা যেতে পারে এই দু'হাতেই। হায়, হায়!

২৫-২৬ অক্টোবরের যে রাতে দখল করা হয় শীত প্রাসাদ সেই সময়েই পেত্রগ্রাদে গঠিত হল 'দেশ ও বিপ্লব ত্রাণ কমিটি'।
এটা আবার কী কমিটি? নতুন ক্ষমতার সাহায্যের জন্য নাকি?
আরে না! এই দেখুন! কমিটির প্রথম দলিল!
রুশ প্রজাতন্ত্রের নাগরিকদের প্রতি
২৬ অক্টোবর বলশেভিকরা পেত্রগ্রাদে বৈপ্লবিক জনগনের ইচ্ছা অগ্রাহ্য করে দুর্বৃত্তের মতো সাময়িক সরকারের একাংশকে গ্রেপ্তার করেছে, রুশ প্রজাতন্ত্রের সাময়িক পরিষদকে ভেঙে দিয়েছে, ঘোষনা করেছে অবৈধ ক্ষমতা।
বলশেভিকদের ক্ষমতা মানবেন না!
পালন করবেন না তাদের নির্দেশ!
স্বদেশ ও বিপ্লব রক্ষার জন্য উঠে দাঁড়ান!

বাঃ কী কায়দা! ওঁরাই যেন বিপ্লব মানছেন!
এরা কেবল কাগজ ছাপাচ্ছে। ওদিকে কেরেন্‌স্কি শুনছি সৈন্য পাঠাচ্ছে পেত্রগ্রাদের বিরুদ্ধে।
নতুন খবর কী? কেরেন্‌স্কি কোথায়?
শুনছি উনি পেত্রগ্রাদ থেকে মাত্র আট কিলো-মিটার দূরে। উনি নাকি কথা দিয়েছেন পেত্রগ্রাদে ঢুকবেন শাদা ঘোড়ায় চেপে।
আচ্ছা, সমস্ত বলশেভিক নাকি 'অরোরা' জাহাজে পালিয়ে গেছে, সত্যি?
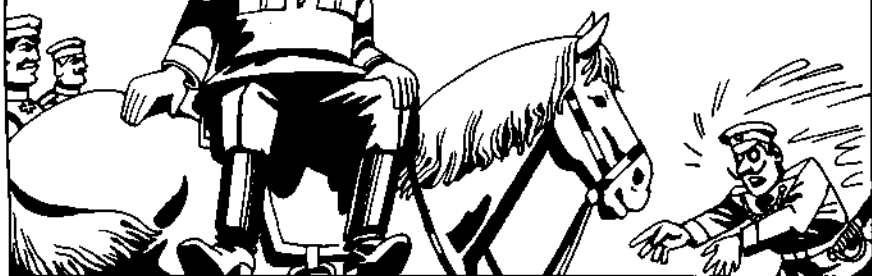
৩০ অক্টোবর কেরেনস্কি আর জার জেনারেল ক্রাস্নভের নেতৃত্বে সৈন্যবাহিনী এগুতে থাকে পেত্রগ্রাদের দিকে, বিপ্লবী বাহিনীগুলির সঙ্গে বহু ঘণ্টা লড়াইয়ের পর তাদের থামানো হয়। এইভাবে পেত্রগ্রাদ প্রলেতারিয়েত প্রতিবিপ্লবের প্রথম আক্রমণকে প্রতিহত করে। ১ নভেম্বর বিদ্রোহ দমিত হয়। গ্রেপ্তার হন ক্রাস্নভ এবং তাঁর স্টাফ। নতুন প্রতিবিপ্লবী সৈন্য সংগ্রহের জন্য কেরেনস্কি গোপনে পালায় দন অঞ্চলে।

বলশেভিকরা যে গৃহযুদ্ধ শুরু করেছে তাতে অরাজকতা আর প্রতিবিপ্লবের অবর্ণনীয় বিভীষিকায় পতিত হবার আশঙ্কা আছে দেশটার, বরাবরের জন্যে জনগনকে যা জমি দেবে, সেই প্রজাতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা বানচাল হয়ে যাবে।
গৃহযুদ্ধ শুরু করল কে? কেরেন্স্কিই তো সবলে পেত্রগ্রাদ দখলের চেষ্টা করেছে।
আর দ্বিতীয় সোভিয়েত কংগ্রেস ইতিমধ্যেই প্রজাতন্ত্র ঘোষনা করেছে, গ্রহন করেছে ভূমির ডিক্রি।

নতুন রাষ্ট্রের সবে জন্ম হল, কিন্তু তার মধ্যেই দেশের ভেতরে আর বাইরে অসংখ্য শত্রু ষড়যন্ত্র পাকাতে লাগল তার বিরুদ্ধে।

১৯১৭ সালে ২ ডিসেম্বর রাশিয়া যুদ্ধবিরতি চুক্তি করল জার্মানির সঙ্গে।

১৯১৭ সালের ১০ ডিসেম্বর ব্রিটেন আর ফ্রান্স রাশিয়ার বিরুদ্ধে সামরিক ক্রিয়াক্ষেত্র ভাগাভাগির চুক্তি স্বাক্ষর করে। চুক্তিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর জাপানের স্বার্থের কথাও মনে রাখা হয়। তবে সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে শত্রুতামূলক কার্যকলাপ বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ শুরু করেছিল আগেই।

আঁতাঁত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
জার জেনারেল
কসাক সর্দার
মধ্য-এশীয় দস্যুবাহিনী
ইউক্রেনি জাতিবাদী

এখনো সব ডোবে নি! আমাদের বিদেশী বন্ধুরা আমাদের বিপদে সরে থাকবে না!

আঁতাঁত-এর কাছে কোথায় লাগে বলশেভিকরা? শুনেছেন, ১৪ নভেম্বর ব্রিটেন, ফ্রান্স আর ইতালি ট্রান্সককেশীয় জাতিবাদীদের সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

৯ ডিসেম্বর প্যারিসে আঁতাঁত-এর সম্মেলনে ইউক্রেন, সাইবেরিয়া, ককেশীয় বলশেভিকবিরোধী সরকারদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে তাদের ক্রেডিট দেবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
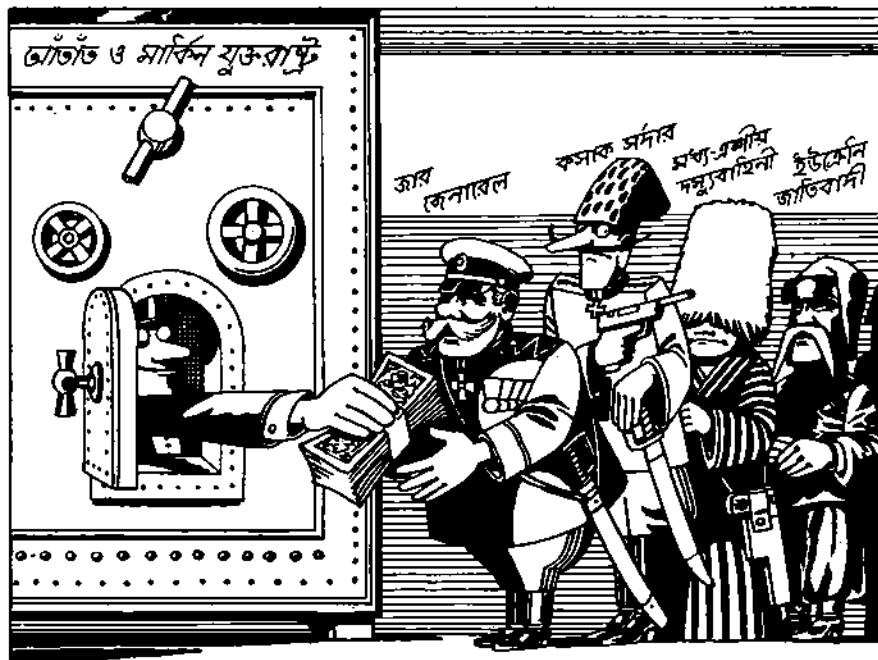
রুশ বুর্জোয়ার আশা-ভরসা, বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্ত, বিপ্লবের শত্রুদের আয়োজিত প্রতিবিপ্লবী বিদ্রোহ সত্ত্বেও শুরু হল দেশ জুড়ে সোভিয়েত ক্ষমতার জয়যাত্রা। অপেক্ষাকৃত সহজে সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হল শিল্পাঞ্চলগুলিতে, যেখানে বলশেভিক সংগঠন ছিল শক্তিশালী, শ্রমিক শ্রেণী সংখ্যাবহুল। তবে রাশিয়া সোভিয়েত হয়ে দাঁড়ায় নেহাৎ অনায়াসে আর বিনা রক্ত-পাতে নয়।

মস্কো। ক্রেমলিনের কাছে লড়াই।
আরো কিছুটা রুখে থাকতে পারি ভাই ?! আমাদের সাহায্যে আসছে পেত্রগ্রাদ, শুয়া, পদোলেস্কের লাল রক্ষীরা, বলটিক নৌবহরের নাবিকেরা !
বলশেভিকদের সাবাড় করে মস্কোয় স্থাপন করব সোভিয়েত ক্ষমতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সারা রুশ কেন্দ্র !
সোভিয়েত ক্ষমতার জন্য মস্কোয় লড়াই চলে ২৫ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর পর্যন্ত। প্রলেতারিয়েত বিজয় অর্জন করে প্রচুর ক্ষতির মূল্যে। অভ্যুত্থানে নিহত হয় প্রায় এক হাজার লোক।

১৯১৭ সালের অক্টোবরের শেষ আর নভেম্বরের গোড়ার মধ্যে সোভিয়েতগুলি ক্ষমতা দখল করে বলটিক অঞ্চলের অর্ধেক ভূখণ্ডে।

পেত্রগ্রাদে অক্টোবর অভ্যুত্থানের দিনগুলোয় এস্তোনিয়ার বলশেভিকরা স্ট্র্যাটেজির দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত জায়গার ওপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ বসায়, অভ্যুত্থানী পেত্রগ্রাদে যেতে দেয় না প্রতিবিপ্লবী ইউনিটগুলিকে।

রুশ-জার্মান ফ্রন্টে লড়াইয়ের সময় অত্যন্ত সাহসের পরিচয় দেয় লাতিশ রাইফেলস।
অক্টোবর বিপ্লবে অংশ নেয় তারা, গৃহযুদ্ধের নানা ফ্রন্টে সোভিয়েত ক্ষমতার জন্য দৃঢ়ভাবে লড়ে।
তাদের মধ্য থেকে বড়ো বড়ো সোভিয়েত সমরনায়ক এসেছেন কম নয়।

কিয়েভে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ালে 'আর্সেনালে' (অস্ত্রাগার) কারখানা। ২৯ অক্টোবর শ্রমিকেরা প্রতিহত করলে প্রতিবিপ্লবী ইউনিটগুলির একাধিক আক্রমণ।
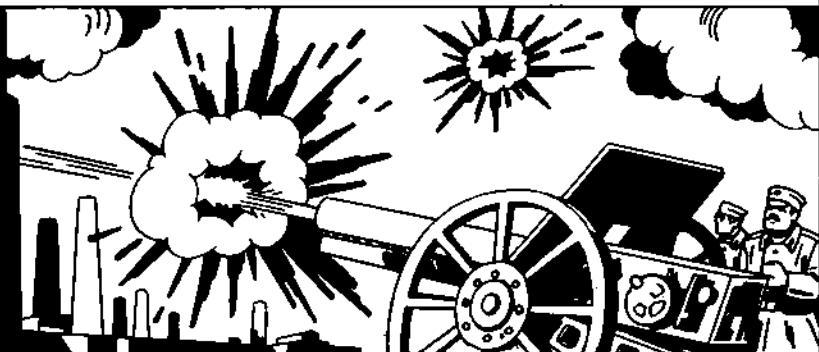
এখানে অস্ত্রশস্ত্র মজুত ছিল, সাময়িক সরকারের সৈন্যরা সেগুলি কেড়ে নিতে চেয়েছিল শ্রমিকদের কাছ থেকে। তিন দিন, তিন রাত নির্মম লড়াই চলল কিয়েভে। শেষ পর্যন্ত অভ্যুত্থানীরা যখন পুরোপুরি জয়লাভ করল, শহরের ক্ষমতা দখল করে বসল একেবারে অন্য শক্তি।

শ্রমিক ও সৈনিকদের বৈপ্লবিক শক্তির বিজয়কে নিজেদের কাজে লাগালে ইউক্রেনের জাতিবাদী বুর্জোয়ারা। ৭ নভেম্বর তথাকথিত 'কেন্দ্রীয় রাদা' জাতিবাদীদের প্রভাবাধীন সৈন্যদের সাহায্যে শহরের ক্ষমতা বেদখল করে নেয়। তিন মাস পরে কিয়েভে এবং গোটা ইউক্রেনে সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রমিক ও সৈনিকদের সশস্ত্র বাহিনীগুলিকে বিপুল ক্ষতি সহ্য করতে হয়েছিল।
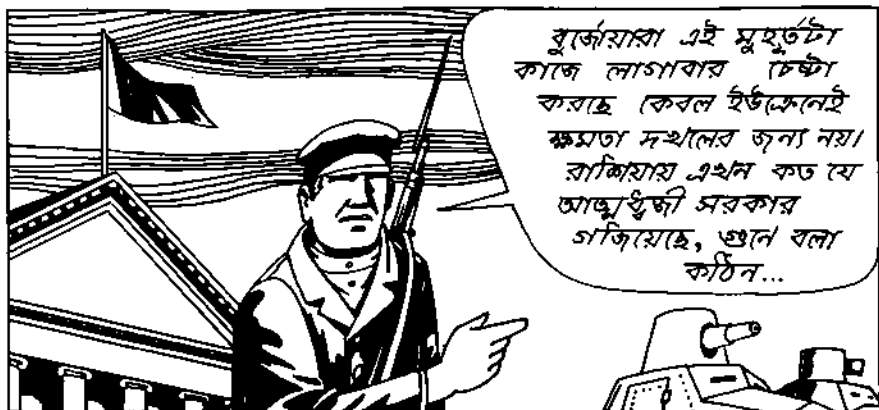
একান্ত রকমারি তারা, কিন্তু একটা ব্যাপারে এক: শোষনের বিরুদ্ধে উত্থিত জনগণের প্রতি, সোভিয়েত সরকারের প্রতি অসহ্য বিদ্বেষ।

সাইবেরিয়ার আঞ্চলিক দুমার বিরুদ্ধে আবার কে?

হুররে তেরেক-দাগেস্তান সরকার!

সমস্ত ক্ষমতা — কুবান রাদায়!

দন অঞ্চলের সামরিক সরকার জিন্দাবাদ!

প্রলেতারিয়েত আর বুর্জোয়া — এই দুই শ্রেণীর সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় সোভিয়েত ক্ষমতা। কিন্তু সে সময় বিশাল রাশিয়ায় এমন এলাকা কম ছিল না, যেখানে তখনো প্রাধান্য করত পিতৃতান্ত্রিক-সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্ক, শিল্প ছিল নিতান্ত ভ্রূণাবস্থায়, যেমন মধ্য এশিয়া, কাজাখস্তান। কিভাবে বিপ্লব চলেছিল রাশিয়ার প্রত্যন্তে?

১৯১৭ সালের ২৫ অক্টোবরের পরে

আর খাটবি না? ইনকিলাব চাস? ভুলে গেছিস যে রুশরা তোর জাত শত্রু? দেখাচ্ছি তোর ইনকিলাব!

বলশেভিকরা মুসলমান ধর্ম ধ্বংস করতে চায়! আল্লা তোকে শাপ দেবে!

তোর খারাপটা কী চলছিলে শুনি? তোর জন্যে কত কী করেছি। খেটে যা বাপু, সাত-পাঁচ ভেবে কী লাভ?

ভাবছি তোমরা সবাই ফের আমার ঘাড়ে চাপতে চাও।

এল নতুন যুগের নববর্ষ,
রাশিয়ায় বিপ্লবের পর প্রথম বছর, ১৯১৮ সালে...
জ্বালানি ছিল মাত্র কয়েক দিনের মতো। দেখতে না দেখতে কারখানা বন্ধ হয়ে যাবার কথা। আর দেখো, বলটিক নৌবহর থেকে নববর্ষের উপহার—যুদ্ধজাহাজগুলোর মজুত থেকে তিন হাজার টন কয়লা!
'নাগরিকগন! পুরনো মালিকেরা চলে গেছে। রেখে গেছে তাদের বিপুল উত্তরাধিকার। একটা পাথরেও হাত দেবেন না, স্মৃতিস্তম্ভ, ভবন, পুরনো জিনিসপত্র, দলিলাদি রক্ষা করুন। এসবই আমাদের ইতিহাস, আপনাদের গর্ব।'
কিছুই তো এখন আর কারো নয়। এ মূর্তিটা বরং দেওয়া যাবে বৌকে, নববর্ষের উপহার।
'কারো - নয়' নয়, আমাদের। প্রচারপত্রটা পড়ছ?

নববর্ষে সোভিয়েতগুলো একটা খাসা উপহার পাবে। রুশ সাম্রাজ্যের অনুগত লোকেরা শক্তি সঞ্চয় করছে। বাইরে থেকে আমরা সমর্থন পাব! ১৯১৭ সাল যাতে হয় বলশেভিকদের শেষ বছর, আসুন, পান করা যাক তার জন্যে...
কাগজ পড়েছ? মিত্রশক্তিরা এখনো চুপ করে আছে, আমাদের যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবের জবাব দিচ্ছে না!
শান্তি হত রুশ জনগণের পক্ষে সবচেয়ে দামি উপহার, তবে শুধু রুশই-বা কেন, জার্মান, ফরাসি, ইংরেজ— সমস্ত সাধারন লোকের পক্ষেই...
আমরা, অর্থ-দপ্তরের কর্মচারীরা বলশেভিকদের জন্যে নববর্ষের একটা উপহারের ব্যবস্থা করেছি— ধর্মঘট!
আজ তো ছুটি নয় বাবা, কাজে গেলে না যে?
শুরু হল ১৯১৮ সাল, আশা আর আশঙ্কার বছর...

সর্ববিধ বিপ্লব কেবলে তখনি
যা-কিছু মূল্য ধরে যখন
তা নিজেকে রক্ষা করতে পারে...

ভ.ই. লেনিন
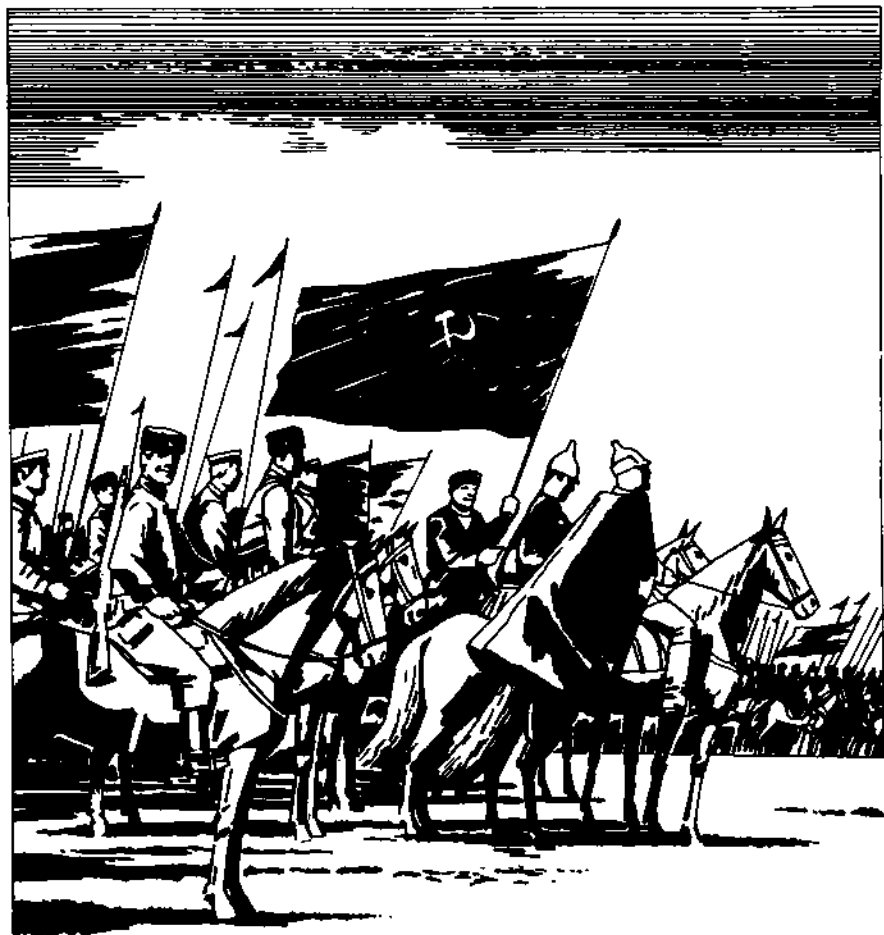
নেই কিছুই যা একান্ত দরকার: রুটি, দেশালাই, এমনকি সাবানও নেই।
লোকদের জিনিস জোগাবার জন্যে উঠে পড়ে লাগতে হবে নতুন ক্ষমতাকে।
বোনবার কিছু নেই, লাঙল নেই, পশুপাল নেই...
সোভিয়েত ক্ষমতার প্রথম বছর...
রাশিয়াকে খাওয়াব কেমন করে?!
লক্ষ লক্ষ লোক যেখানে নিরক্ষর, নতুন জীবন গড়তে তাদের শেখাব কী করে?
এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন কাজ হল নিরক্ষরতা দূরীকরন আর জনগনের সংস্কৃতির উন্নয়ন।

পেত্রগ্রাদে প্রতি চারটির মধ্যে একটি কারখানা বন্ধ।
নেই কাঁচামাল, জ্বালানি।

এখন প্রধান কথা হল শিল্পের সুব্যবস্থা।

কোথা থেকে শুরু করা যায়?

কাকে ভোট দেবে? আমি দেব সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের। শুনছি ওরা আমাদের জমি দেবার কথা ভাবছে।

আমি বলশেভিকদের! ওরা ভাবুক, বলশেভিকরা এদিকে দিয়েই দিচ্ছে!

সংবিধান সভায় নির্বাচন

সংবিধান সভায় রাশিয়ার বিভিন্ন রাজনৈতিক পার্টির লোকেরা নির্বাচিত হয়। শিল্পাঞ্চলগুলিতে নির্বাচনে নির্ধারক সাফল্য লাভ করে বলশেভিকরা। বলশেভিকদের পক্ষে যায় প্রলেতারিয়েতের মূলাংশ আর সৈনিকদের প্রায় অর্ধেক।

সংবিধান সভা থেকে বেরিয়ে গেল বলশেভিকরা। তারা চলে যাওয়ায় সংবিধান সভা অর্থহীন হয়ে পড়ল। সভার প্রতিনিধিদের লেনিন অভিহিত করালেন 'অন্য দুনিয়ার লোক' আর ৫ জানুয়ারিকে একটা জলে-যাওয়া দিন বলে।

১৯১৮ সালের ১০ জানুয়ারি ৩য় সারা রুশ সোভিয়েত কংগ্রেসে রাশিয়া শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষক প্রতিনিধি সোভিয়েতগুলির প্রজাতন্ত্র বলে ঘোষিত হয়, সম্পূর্ণ রাষ্ট্র-ক্ষমতা অর্পিত হয় তাদের কাছে। ৩য় সোভিয়েত কংগ্রে-সের প্রতিনিধি সংখ্যা ছিল সংবিধান সভার দ্বিগুণ।

আমাদের দরকার রুটি, জ্বালানি...
আর পরিবহন, উৎপাদনের হাতিয়ার, দক্ষ কর্মী...
কিন্তু দেশের সবচেয়ে বেশি দরকার সময়। লোকে যুদ্ধে একেবারে জেরবার, শান্তিতে দম নেবার অবকাশ চাই তাদের।
যুধ্যমান সমস্ত রাষ্ট্রের কাছে শান্তির প্রস্তাব দিল সোভিয়েত রাশিয়া,
কিন্তু আলাপ-আলোচনায় গেল না আঁতাঁত।
রাজ্যগ্রাস ও ক্ষতিপূরণ বিনা শান্তির প্রস্তাবের জবাবে জার্মান
ব্রেস্ত-লিতভস্কে জার্মানির সঙ্গে নাকি শান্তির আলাপ-আলোচনা চালাচ্ছে সোভিয়েত-গুলো, শুনছেন?
মিত্রশক্তিদের কাছেও প্রস্তাব দিয়েছিল বলশেভিকরা, সেটা মানতে হবে বৈকি, তবে ওরা শান্তির কোনো কথা কানেই তুলতে চায় না।
সে কী করে হয়, এটা যে মিত্র-শক্তির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা!
রাজনীতি এখন রাখুন মশাইরা। কাইজার অপেক্ষা করতে পারেন, কিন্তু চা যে জুড়িয়ে যাচ্ছে!

এই তো তুমি লেখাপড়া জানো, কাগজ পড়ো। তা ফ্রন্ট থেকে ছেলে ফিরবে কবে? শান্তি নিয়ে এত টালবাহানা কেন?
জার্মানদের সঙ্গে শান্তি চুক্তি চলবে না! এ শান্তির জন্যে তারা আধখানা রাশিয়াই ছেঁটে নিতে চায়!
ঘুষি পাকিও না, বাবা। এখন লড়ব কেমন করে? পুরানো ফৌজ ভেঙে পড়ছে, নতুন ফৌজ এখনো গড়ে ওঠে নি। দম নেওয়া দরকার।
সাম্রাজ্যবাদীরা হাজির করল রাজ্যগ্রাসাত্মক দাবি। নবীন রাষ্ট্রের সামনে প্রশ্ন দাঁড়াল: হয় কঠিন শর্তে শান্তি চুক্তি কিন্তু সোভিয়েত ক্ষমতাকে রক্ষা, নয় সোভিয়েত ক্ষমতাকে ধ্বংসের বিপদে ফেলে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া।
শান্তি নিয়ে আলোচনা করছিল সবাই: মামুলি লোক, শ্রমিক, শত্রুরাও...
ঠিক কথা! জার্মানরা বলশেভিকদের আগে কচুকাটা করুক, তারপর দেখা যাবে।
প্রাণপণ চেষ্টা করে ঠেকাতে হবে যুদ্ধবিরতি।

আপনারা শান্তি চান, আমরা চাই কেবল লিথুয়ানিয়া, পোল্যাণ্ড, বেলোরাশিয়ার খানিকটা, গোটা লাতভিয়া আর এস্তোনিয়া...

আমাদের সহযোগী তুরস্কে আপনারা দেবেন কার্স, আর্দাগান আর বাতুম...

ভালো কথা, ৬০০ কোটি মার্ক ক্ষতিপূরণও দিতে হবে আপনাদের।

৩ মার্চ ব্রেস্ত-লিতভস্কে সোভিয়েত প্রতিনিধিদলে স্বাক্ষর করলে লুঠেরা শান্তি চুক্তি।

আপনাদের শর্তগুলো গলাকাটা তা বেশ বুঝি, তাহলেও আমরা তা মেনে নেব।

১৪ মার্চ
ব্রেস্ত শান্তি চুক্তি
অনুমোদিত হল মস্কোয়।

পেত্রগ্রাদ কার্যত অবরোধের অবস্থায় থাকায় লেনিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত সরকার ১৯১৮ সালের ১১ মার্চ স্থানান্তরিত হল মস্কোয়। মস্কো হল সোভিয়েত রাষ্ট্রের রাজধানী। লেনিন সেসময় লিখেছিলেন: 'শান্তির শর্ত অসহনীয় রকমের গুরুভার, তাহলেও ইতিহাস তার প্রাপ্যটা জয় করে নেবেই... যে অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়েই যেতে হোক, ভবিষ্যৎ আমাদের পক্ষে।'

লোকহিত
সমিতি
এটা আবার কী সমিতি?
লোকহিত গোছের কী একটা ব্যাপার, তবে ভেতরে ঢুকছে কেবল অফিসাররাই।

আমাদের লোকহিত সমিতি সাহায্য করে অভাবী অফিসার-দের। এক প্লেট স্যুপ, এক প্যাকেট সিগারেট, এই আর কি... ভাবনার কিছু নেই।

অফিসার মশায়েরা! এক্ষুনি আপনারা টাকা আর অস্ত্রশস্ত্র পেয়ে রওনা দেবেন দন অঞ্চলে, বলশে-ভিকদের হাত থেকে রাশিয়াকে বাঁচাবে যে সৈন্যবাহিনী, তাতে যোগ দেবেন।

ভূতপূর্ব শোষকেরা মেনে নিতে পারে নি তাদের ক্ষমতা, আর্থিক আধিপত্য আর বিশেষ সুবিধার অবসান। বিপ্লবের শত্রুরা অর্থনৈতিক অন্তর্ঘাত থেকে ক্রমেই চলে আসতে থাকে গুরুতর সব কার্যকলাপে।

গুপ্তহত্যা... বিস্ফোরণ...

চক্রান্ত, বিদ্রোহ, সোভিয়েত বিরোধী প্রচার...

লেনিনের কথায়, বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ রাশিয়ায় গৃহযুদ্ধ ঘটিয়েছে। সেই পর্বে সোভিয়েতবিরোধী ক্রিয়াকলাপে এক গ্রেট ব্রিটেনই খরচ করে
৮ কোটি ৯৭ লক্ষ পাউণ্ড-স্টার্লিং।

বিপ্লবকে আত্মরক্ষা করতেই হত।
বিপ্লবের প্রয়োজন হল ফৌজ।

কেবল আমাদের পেত্রগ্রাদ শ্রমিকদের ৪০ হাজারই নাম লিখিয়েছে।

আর মস্কো থেকে ৬০ হাজার।

ত্ভের, ইভানভো-ভজনেসেন্স্ক, তুলা, উরাল... বেড়ে উঠছে লাল ফৌজ!

নাম লিখিয়েছ স্বেচ্ছাসৈনিক দলে?

২৩ ফেব্রুয়ারি শ্রমিক-কৃষক ফৌজ প্রথম বিজয় অর্জন করে পেত্রগ্রাদের দ্বার দেশে; ঐ তারিখটাকে বলা হয়ে আসছে

লাল ফৌজের জন্মদিন।

১৯১৮ সালের গ্রীষ্ম আর শরতের মধ্যে লাল ফৌজের পঙ্ক্তি ভরে উঠল **৮** লক্ষাধিক লোকে।

১৯১৮ সালের ১০ জুলাই
৫ম সারা রুশ সোভিয়েত কংগ্রেসে
বিধিবদ্ধ হল লাল ফৌজ।
কমরেড সৈনিকরা! আমাদের অস্ত্রশস্ত্র সাজসজ্জা ভালো নাই-বা হল। আমাদের নেই ব্রিটিশ ট্যাঙ্ক আর জার্মান বিমান, দু'জনের মধ্যে বন্দুক আছে কেবল একজনের। তাহলেও প্রতিবিপ্লবকে চূর্ণ করব আমরা, কেননা লড়ছি নিজেদের শ্রমিক-কৃষক ক্ষমতার জন্যে!

...তোমার হাতে বন্দুক হল সমস্ত মেহনতি, সমস্ত নিপীড়িতদের রক্ষা...
...গুপ্ত সন্ধানের সময় বন্দুক বাঁচিয়ে রাখো...
...টহলের সময় বন্দুক বাঁচিয়ে রাখো...
বন্দুক ছাড়া তুমি আবার সৈন্য কী? বন্দুক ছেড়ে যে কাপুরুষ পালায় তাকে দেখে মুরগিও হাসে, লোকেদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়াবে সে। আর বন্দুক নিয়ে যদি পিছু হটতে হয়, তাহলে শেষ কার্তুজটা পর্যন্ত আত্মরক্ষা করে যাও, পিছু হটেও অনর্থক মরণ থেকে বাঁচাবে হাজার হাজার লোককে...
(১৯১৮ সালের প্রচারপত্র থেকে)
কমরেড! বন্দুকটা বাঁচিয়ে রাখবেন...

৫ম সোভিয়েত কংগ্রেসে

সমস্ত জাতিসত্তার সমতার জন্য ভোট দিচ্ছি।

আমাদের মেহনতিদের যে অধিকার আর স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে, তার পক্ষে আমি ভোট দিচ্ছি।

আমি ভোট দিচ্ছি আমাদের সমস্ত জনগোষ্ঠীর সমাজতান্ত্রিক ভবিষ্যতের জন্য।

কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করলে
প্রথম সোভিয়েত সংবিধান

অভ্যন্তরীণ প্রতিবিপ্লবকে সোভিয়েত ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত দ্রুতই চূর্ণ করতে পারত, যদি না থাকত বৈদেশিক সামরিক হস্তক্ষেপ।

সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে কার্যত সামরিক হস্তক্ষেপ শুরু করল আঁতাঁত। **১৯১৮ সালের ৯ মার্চ** মুরমানস্কে অবতরণ করল ২০০ ব্রিটিশ সৈনিক। শিগগিরই প্রথম বাহিনীটির সঙ্গে যোগ দিল বড়ো বড়ো ব্রিটিশ আর আমেরিকান সৈন্যদল।

৫ এপ্রিল থেকে ৬ জুলাই

ভ্লাদিভস্তকে নামল ৭৫ হাজার জাপানি আর ১২ হাজার মার্কিন সেনা।

আমার নিজের শহরে যত, ভ্লাদিভস্তকে এখন জাপানির সংখ্যাও প্রায় ততজনই।

আমেরিকানরা আমাদের শহরের চেয়ে মাত্র সামান্য কম, তাই আরামে থাকা যাবে...

মার্কিন পরিবার

তা আমাদের জনির জীবনটা বেশ টুঁ মেরে বেড়াচ্ছে এই রাশিয়ায়। জুলাইয়ে জাপানিদের সঙ্গে ভ্লাদিভস্তকে, অগাস্টে ইংরেজদের সঙ্গে আরখাঙ্গেলস্কে...

হ্যাঁ ডার্লিং, দেশটা মস্ত বড়ো!

১৯১৮ সালের ২৫ থেকে ৩০ মে'র মধ্যে

বিদ্রোহী চেকোস্লোভাক কোর পূর্ব রাশিয়ার কয়েকটি শহর দখল করে নিল। তাতে ছিল ৫০ হাজার চেক ও স্লোভাক যুদ্ধবন্দী, আর রাশিয়ায় তাদের নিয়ে একটি কোর গড়া হয়েছিল ১ম বিশ্ব যুদ্ধে রাশিয়ার পক্ষে লড়বার জন্য। সোভিয়েত সরকার চেয়েছিল ভ্লাদিভস্তক হয়ে তাদের দেশে ফেরত পাঠাবে, কেননা পশ্চিমের পথটায় ফ্রন্ট থাকায় তা বন্ধ ছিল।

চেক আর স্লোভাকদের অনেকেই ধরতে পেরেছিল তাদের জাতিবাদীদের আসল মতলব। অনেকেই নিজেদের কোর ছেড়ে যোগ দেয় লাল ফৌজে।

রাশিয়ায় চেক সৈনিকেরা

লেখো: রুশ ভাইয়েদের সঙ্গে একত্রে আমরা সোভিয়েত ক্ষমতা রক্ষা করব, কখনো তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করব না।

আমাদের চিঠি কাগজে ছাপা হবে, রুশীরা বুঝবে যে আমাদের সবাইকেই ভাঁওতা দিয়ে কিনে নেওয়া সম্ভব হয় নি।

বিদ্রোহে অংশ নিতে অনিচ্ছুক চেকোস্লোভাকদের চিঠি ছাপা হল 'উরালস্কি রাবোচি' পত্রিকায়।

অগ্নিবলয়
১৯১৮ সালের গ্রীষ্মে
সোভিয়েত রাশিয়ার বারো আনা ভূখণ্ডই ছিল শত্রুদের হাতে। প্রজাতন্ত্রের চারিদিক ঘিরে ফ্রন্ট।
পেত্রগ্রাদ
কাইজার-ভক্ত জার্মান, প্যেৎল্যুরার দল
মস্কো
ব্রিটিশ ট্যাঙ্ক, শ্বেত কসাক,

ব্রিটিশ, মার্কিন, শ্বেতরক্ষী
দেড় লক্ষ হস্তক্ষেপক
বিপ্লবকে দলন করতে থাকে সাইবেরিয়া আর দূর প্রাচ্যে।
জাপানি, মার্কিন, কলচাকের দঙ্গল
প্রজাতন্ত্র
১৯১৮ সালের মাঝামাঝি
বৈদেশিক আর অভ্যন্তরীণ সোভিয়েতবিরোধী শক্তিরা মিলিত হল সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য।
শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রয়োজন হল সর্বশক্তির প্রয়োগ।

সোভিয়েত রাশিয়ার ভূখণ্ডে
হামলা করে হস্তক্ষেপকারীরা চালু করল
সন্ত্রাস, জোরজুলুম, স্বেচ্ছাচারের আমল।

দন অঞ্চলে চালাও গুলিবর্ষন।
বেঁচে-যাওয়া একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরন।

এই রুশীরা শৃঙ্খলা-টিঙ্খলা কিছু বোঝে না। আমি যে বলে দিয়েছিলাম: প্রথমে ৮ জনকে গুলি করবে, ১২ জন অপেক্ষায় থাকবে।

গৃহযুদ্ধের সময় দূর প্রাচ্যে জাপানি হস্তক্ষেপকারীরা স্থানীয় গুপ্ত সংগঠনের নায়ক ২৬ বছরের বলশেভিক আর তাঁর দু'জন কমরেডকে পুড়িয়ে মারে রেল-ইঞ্জিনের চুল্লিতে।

কাগজগুলোকে বলে দিন যে আমরা একেবারেই জানি না এখন কোথায় এই সের্গেই লাজো বলে লোকটা।

সত্যিই তো, কোত্থেকে আমরা জানব বলশেভিকদের আড্ডাগুলো যায় কোথায়।

মিখেলসন কারখানার প্রাঙ্গনে মিটিঙের পর সন্ধ্যা ৭টায় লেনিনকে হত্যার চেষ্টা করা হয়। গুলিতে গুরুতর আহত হন লেনিন, তবে ডাক্তাররা তাঁকে বাঁচাতে পারেন।

সোভিয়েত ক্ষমতার বিরুদ্ধে প্রতিবিপ্লব কেবল ফ্রন্টেই প্রকাশ্য সংগ্রাম চালায় নি, দেশের গভীরে সন্ত্রাসবাদী হামলারও আয়োজন করে।

এইখানে লেনিন থেকে তিন পা দূরে আমি দেখলাম রিভলভার হাতে একটা মেয়ে। ছুটে গেলাম তার দিকে, কিন্তু রিভলভার ফেলে দিয়ে সে লুকিয়ে পড়ল ভিড়ের মধ্যে।
গিল, লেনিনের ড্রাইভার
আমরা তাকে ধরে ফেলে কারখানায় টেনে এনেছি। তদন্তকারীরা ওকে দেখছেন। হাটুরে শাস্তি চলতে পারে না।
বাতুলিন–মিটিঙের শরিক
আড়ালে, চোরাগোপ্তা কাজ চালায় তারা...
লেনিনের প্রাণনাশের চেষ্টা করেছে সন্ত্রাসবাদী ফাইনা কাপ্লান, ২৮ বছর বয়স। বিবৃতি দিয়েছে যে গুলি করেছে রাজনৈতিক কারনে।
কাপ্লানের ঘটনাটাই ছিল লেনিনের প্রাণনাশের একমাত্র প্রয়াস, এমন নয়।
অনুসন্ধানী
সেই দিনই পেত্রোগ্রাদে জনৈক সন্ত্রাসবাদী খুন করে বিশিষ্ট সোভিয়েত ও পার্টি কর্মী উরিৎস্কিকে। সন্ত্রাসের মাধ্যমে সোভিয়েত ক্ষমতাকে নেতৃহীন করতে চেয়েছিল শত্রুরা।

শান্তির পরিস্থিতিতে নয়, শত্রুর অগ্নিবর্ষণের মধ্যে, দীর্ঘকাল ধরে নয়, অতি অল্প সময়েই গড়ে উঠল **বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনী।**

আমি কৃষিবিজ্ঞান শিখতে চাইছিলাম।

আর আমার স্বপ্ন ছিল শিক্ষক হব।

পরে অবশ্যই শিখে নেব ডাক্তারি।

সোভিয়েতগুলো ঠিক করেছে নিজেদের সমরনায়ক গড়ে তুলবে, সাবেকি সামরিক বিশেষজ্ঞরা তো আর যাবে না তাদের কাছে।

তাছাড়া ওরাও ভয় পাচ্ছে পেশাদার অফিসারদের স্বপক্ষে টানতে।

তোমাদের সবার স্বপ্নই নিশ্চয় ফলবে, তবে আপাতত আমাদের সবাইকেই শিখতে হবে যুদ্ধবিদ্যা।
যে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখছিল শ্রমিক, কৃষকেরা, তাকে রক্ষার জন্য প্রয়োজন ছিল সুশিক্ষিত ফৌজের। সে উদ্দেশ্যে গড়া হল সামরিক বিদ্যালয়, আকাদেমি, চালু হল কোর্স।
রণদক্ষ লাল ফৌজ গড়ে তোলার জন্য সমস্ত প্রাক্তন বিশেষজ্ঞ অফিসারদের ডাকা হচ্ছে তার পতাকাতলে!
অফিসার সৈন্যদের আস্থা পেতে পারে কী করে? সততা, বিষয়টির জ্ঞান, সৈন্যদের জন্য ভালোবাসা, তাদের মানবিক মর্যাদাকে সম্মানের মধ্যে দিয়ে।
আমার পেশাই ফৌজি, ফৌজ ছাড়া থাকা আমার পক্ষে কষ্টকর, তাছাড়া দেশকে আমি ভালোবাসি, কিন্তু ওরা কি বিশ্বাস করবে আমায়?
সোভিয়েত সরকার ফৌজে টেনে আনল জার আমলের সামরিক লোকেদের। লাল ফৌজ গড়ার এক বছরের মধ্যেই তার অন্তর্ভুক্ত হয়ে লড়তে থাকে প্রায় ৩৫ হাজার পেশাদার অফিসার আর জেনারেল, আগে যারা জারের চাকরি করত। তাদের মধ্যে থেকে প্রমুখ সোভিয়েত সমর-নায়ক কম আসে নি। ১৯১৮ সালের গ্রীষ্ম ও শরতের সুকঠিন পরিস্থিতিতে নবীন লাল ফৌজ অর্জন করতে থাকল তার প্রথম দিককার নানা বিজয়।

সময়টা তখন এমনই যে গতকালের
মজুর, চাষি, সাধারন সৈন্য
হয়ে উঠতে লাগল সেনানায়ক।
তাঁদের অনেকেরই নাম আজ কিংবদন্তী।

লড়াইয়ে সাহসের জন্যে কমরেড,
এই নিন আপনার পুরস্কার!

কমরেড কম্যাণ্ডার আপনার মুখখানা কেমন যেন
খুবই চেনা-চেনা ঠেকছে। জারের কয়েদ-খাটুনি থেকে
১৯১৫ সালে আপনার সঙ্গেই পালিয়েছিলাম নাকি?
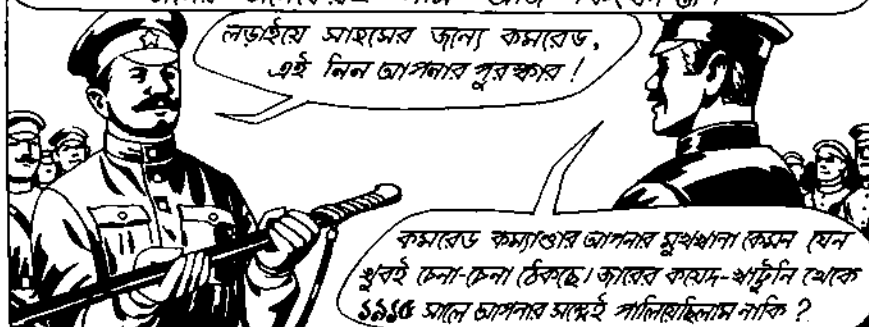
প্রখ্যাত সমরনায়ক, গৃহযুদ্ধের বীর মিখাইল ফ্রুঞ্জের জন্ম সামরিক চিকিৎসক-সহকারীর পরিবারে। পেশাদার বিপ্লবী। গৃহযুদ্ধের সময় সৈন্যবাহিনী ও নানা ফ্রন্টের অধিনায়ক।

এই দিক থেকে আমাদের
আক্রমণ করবে দু'জন জেনারেল,
আর এই দিক থেকে খোদ অ্যাডমি-
রাল কলচাক।

এহ্, যদি জানত যে তাদের সঙ্গে লড়ছে
এক ছোটো-হাবিলদার।

কিন্তু লড়ছে কেমন!

প্রতিভাবান সেনানায়ক, গৃহযুদ্ধের বীর ভাসিলি চাপায়েভের জন্ম এক গরিব চাষি পরিবারে। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধে যোগ দেন। জার রাশিয়ায় সৈনিকের সর্বোচ্চ শৌর্য প্রতীক সেণ্ট জর্জ ক্রস লাভ করেন তিনবার। গৃহযুদ্ধের সময় তাঁর পরিচালিত ডিবিশন শ্বেত ফৌজের বাছা-বাছা বাহিনীগুলির ওপর বেশ কয়েকটি চমকপ্রদ বিজয় লাভ করে।

আপনি ব্যস্ত হবেন না কমরেড কম্যাণ্ডার। আমি নার্সের অপেক্ষায় থাকব।

আরে এটাই যে আমার আসল পেশা। যেকোনো নার্সের চেয়ে ব্যাণ্ডেজ করতে পারি ভালোই।

১৯১৮ সালে সম্মিলিত পার্টিজান বাহিনীগুলির অধিনায়ক, গৃহযুদ্ধের বীর **নিকোলাই শ্চোর্সের** জন্ম রেল ড্রাইভারের পরিবারে। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের সময় চিকিৎসকের সহকারী, পরে নিম্নতম অফিসার। ১৯১৯ সালে সোভিয়েত ক্ষমতার জন্য সংগ্রামে নিহত। তখন তাঁর বয়স ২৪ বছর।

আপনি কেন লাল ফৌজে, সেটা আমি বুঝি। বিপ্লব তো আপনার কিছু ছিনিয়ে নেয়নি... তবে, আমি কিন্তু অভিজাত।

বলতে-কি, আমিও রুশ অভিজাত। লড়ছি স্বদেশের জন্যে।

সোভিয়েত সেনানায়ক, গৃহযুদ্ধের বীর **মিখাইল তুখাচেভ্স্কির** জন্ম অভিজাত বংশে। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের সময় জার ফৌজের অফিসার। ১৯১৮ সাল থেকে লাল ফৌজে।

সময়টা তখন এমনই যে জন্মসূত্র নির্বিশেষে রাশিয়ার সেরা লোকেরা **নিজেদের জনগণের সঙ্গে এগিয়ে আসেন পিতৃভূমি রক্ষায়।**

লণ্ডন বন্দর

কমরেডস! রুশ ভাইদের সাহায্য করতে হবে আমাদের! এইসব মাল সরিয়ে না নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত ধর্মঘট চালিয়ে যাব!

আমাদের বন্দর দিয়ে কোনো অস্ত্র যাওয়া চলবে না রাশিয়ায়!

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

বাড়ি পাঠাও আমাদের ছেলেদের!

সোভিয়েত রাশিয়া থেকে হাত সরাও

একাত্মতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত – রাশিয়ায় হস্তক্ষেপকারী আর শ্বেতরক্ষীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামী আন্তর্জাতিক বাহিনীগুলি।

এখন আপনারা সবাই লাল ফৌজের সৈনিক। নানা দেশের লোক আপনারা। কিন্তু লড়াইয়ে অন্য ভাষায় ডাক আপনারা বুঝতে পারবেন কি?

বুঝতে পারব কমরেড কম্যাণ্ডার! এখন তো একটাই ভাষা, সবাই কথা বলি বিপ্লবের ভাষায়!

অক্টোবর বিপ্লবের প্রথম বার্ষিকী।
পেত্রগ্রাদ, ২৫ অক্টোবর, ১৯১৮
খাদ্য, কাঁচামাল, জ্বালানির অঞ্চলগুলো সোভিয়েতের হাতছাড়া।
দেখা যাক ইউক্রেনের গম আর মাংস, বাকুর পেট্রল ছাড়া কী করে সোভিয়েত টিকে থাকে।
খোদ-মালিক এই দোকানদাররা একবারে জানোয়ার হয়ে উঠেছে। এক পাউণ্ড কালো রুটির জন্যে এইমাত্র দিলাম আমার মাথায় বাঁধার মোলায়েম পশমী আচ্ছাদনীটা। তোর মরদ তো সোভিয়েতে, কী করছে সে?
... দোনেৎসের কয়লা আর তুর্কিস্তানের তুলোও নেই। ৪০ শতাংশ কলকারখানা বন্ধ, তার মানে, এ ক্ষমতার দ্বিতীয় বার্ষিকী আর হতে হচ্ছে না!

সুকঠিন সামরিক পরিস্থিতি, ভগ্নদশা, বুভুক্ষা, শত্রুদের ঘোরপ্যাঁচ সত্ত্বেও **সোভিয়েত ক্ষমতা বেঁচেই রইলে, লেড়ে যেতে থাকলে।**

দু' দিন বাদে **জার্মানি...**

থুঃ শালা! এক বছর আগে সমস্ত কলকারখানা রাশিয়ায় ফেলে রেখে এইসব থেকে পালিয়ে এলাম এখানে! কী করছে কাইজার?

সে কী, জানেন না যে আজ দুপুরে সিংহাসন ত্যাগ করেছেন আমাদের কাইজার?!

সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র জিন্দাবাদ!

সমস্ত ক্ষমতা চাই সোভিয়েতের হাতে!

১৯১৮ সালের নভেম্বরে বিপ্লব শুরু হল জার্মানিতে। রাজতন্ত্রের পতন হল। কিন্তু প্রতিক্রিয়া ছিল শক্তিশালী, ১৯১৯ সালের মে মাসে জনগনের প্রজাতন্ত্রকে রক্তে ডুবিয়ে স্থাপিত হল বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র।

অক্টোবর বিপ্লবের প্রভাবে হাঙ্গেরিতে যে বৈপ্লবিক জোয়ার দেখা দেয়, তাতে ১৯১৯ সালের ২১ মার্চ ঘোষিত হয় হাঙ্গেরির সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র, টিকে থাকে তা ১৯১৯ সালের ১ অগস্ট পর্যন্ত।

১৯১৮ সালের ১১ নভেম্বর

জার্মানি আর আঁতাঁতের মধ্যে স্বাক্ষরিত হল যুদ্ধবিরতি।

শেষ হল প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ।

১৯১৮ সালের শারদীয় ঘটনাবলিতে খুবই বদলে গেল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, স্বভাবতই সোভিয়েত রাশিয়ার অবস্থাও প্রভাবিত হল তাতে।
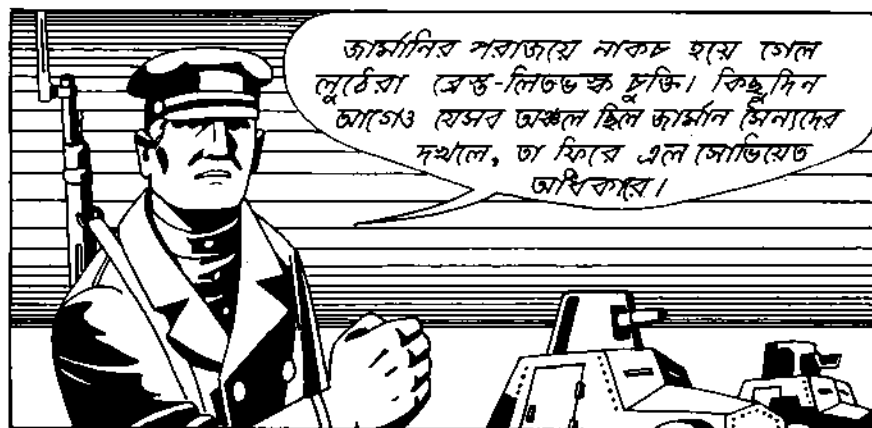
এখন যখন খাস জার্মানিতেই বিপ্লব শুরু হয়েছে, তখন জার্মান শ্রমিকেরা তাদের ভাই এস্তোনীয় শ্রমিকদের বিরুদ্ধে হাতিয়ার তুলবে, সে কি হতে পারে?

আমাদের জেনারেলেরা সেটি খুবই চান, তবে ওটি হচ্ছে না!

এস্তোনিয়াকে আমরা সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র বলে ঘোষণা করছি!

১৯১৮ সালের নভেম্বরের শেষে গঠিত হল এস্তোনিয়া সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র, ডিসেম্বরে লাতভিয়া আর লিথুয়ানিয়াতেও ঘোষিত হল সোভিয়েত ক্ষমতা।

১৯১৯ সালের **১** জানুয়ারি গড়া হল বেলোরাশিয়ার সাময়িক সোভিয়েত সরকার।

আচ্ছা, রাশিয়ায় কেন যাচ্ছি, জানো কেউ?
হুকুম যখন হয়েছে, তখন তার দরকার আছে নিশ্চয়!
১৯১৮ সালের ১৬ নভেম্বর রাত্রে
কৃষ্ণ সাগরে ঢুকে ইঙ্গ-ফরাসি যুদ্ধজাহাজগুলি রওনা দিল রুশ উপকূলের দিকে।
তাদের পেছন পেছন দার্দানেলেস আর বসফরাস প্রণালী দিয়ে চলল সৈন্য আর অস্ত্রশস্ত্রের জোগান। এই ভাবে সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিপ্লবাকীর্ণ জার্মানির স্থান নিল আঁতাঁত।

নাভোরোসিইস্কে ব্রিটিশ সৈন্যের অবতরণ
জার্মানিকে পরাস্ত করল আঁতাঁত, ফলে সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালোবার জন্য বড়ো রকমের শক্তি পাঠানো সম্ভব হল তাদের পক্ষে।
ফরাসি সৈন্য দখল করল ওদেসা আর সেভাস্তপোল।
এ আবার কী! মাত্র মিনিট দশেক ঢুলেছিলাম, আর দেখি এসে গেছি ফ্রান্সের মার্সেলে!
ব্যস্ত হবেন না মঁসিয়ে, আপনি ফ্রান্সে যান নি, আমরাই এসে গেছি ওদেসায়।

লাল ফৌজের এমন ট্যাঙ্ক নেই। এই দানো-গুলোকে সামলোবার চেষ্টা করে দেখোই-না একবার!
না, ডাঙায় চলে, গুলিও চালায়।
এগুলো কী জন্তু বাবা? লোহার দেখছি... সাগরে ভাসে নাকি?
১৯১৮ সালের ২২ থেকে ২৭ নভেম্বর...
বলশেভিকদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে! এই কি শেষ?!
না! আমরা গা ঢাকা দিয়ে লড়াই চালিয়ে যাব!
ব্রিটিশ আর ফরাসি সেনা, তারাও তো শ্রমিক আর কৃষকই। কার বিরুদ্ধে তারা লড়ছে, সত্যিই কি তা বোঝে না?

হস্তক্ষেপকারীদের সৈন্যদলে দেখা দিতে থাকল

বৈপ্লবিক বিক্ষোভ

ওদেসার কাছে পাথরের খনিতে

কমরেডরা, আমাদের ফরাসি বন্ধুদের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই।

আমাদের নাবিকদের সত্যি কথা জানাতে সাহায্য করব আমরা। সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে সশস্ত্র হস্তক্ষেপ বন্ধ করা আমাদের সাধারণ কর্তব্য।

গুপ্ত বলশেভিক কমিটি ওদেসায় গঠন করল 'বৈদেশিক মণ্ডলী', ফরাসি আর অন্যান্য সৈন্যদের মধ্যে প্রচার চালাতে থাকল তারা।

ওদেসা। ফরাসি গোয়েন্দা দপ্তর

রুশ বলশেভিকদের সঙ্গে আপনাকে গুলি করে মারা হবে। বুঝতে পারছি না, আপনি ফরাসিনী হয়ে এমন পথে গেলেন কেন?
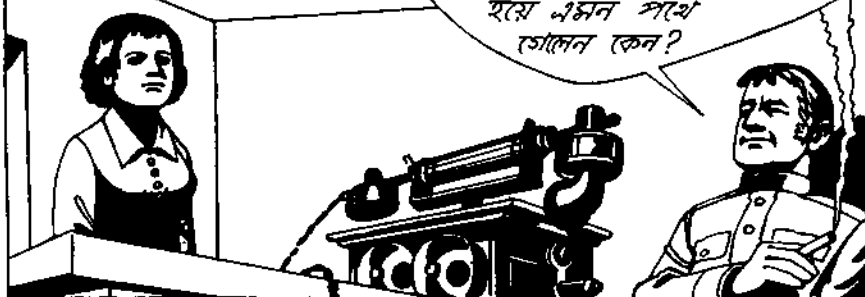
ফরাসিনী জান লাবুর্ব, মস্কোয় ফরাসি কমিউনিস্ট গ্রুপের সংগঠক ও সেক্রেটারি, ওদেসায় 'বৈদেশিক মণ্ডলী'র অন্যতম সংগঠক। তিনি এবং আরো অনেক গুপ্তকর্মী কমিউনিস্টকে হস্তক্ষেপকারীরা গ্রেপ্তার করে, নির্যাতন চালায়, গুলি করে মারে।

দমনের সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও গুপ্ত আন্দোলন থামে না। ফরাসি স্কোয়াড্রনের নাবিকরা বিদ্রোহ করল।

বৈপ্লবিক আন্দোলনে ভয় পেয়ে রাশিয়া থেকে নিজেদের সৈন্য ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হল ফরাসি সরকার। অচিরেই ব্রিটিশ বাহিনীও অপসৃত হল ক্যাস্পিয়ান সাগর এলাকা থেকে।
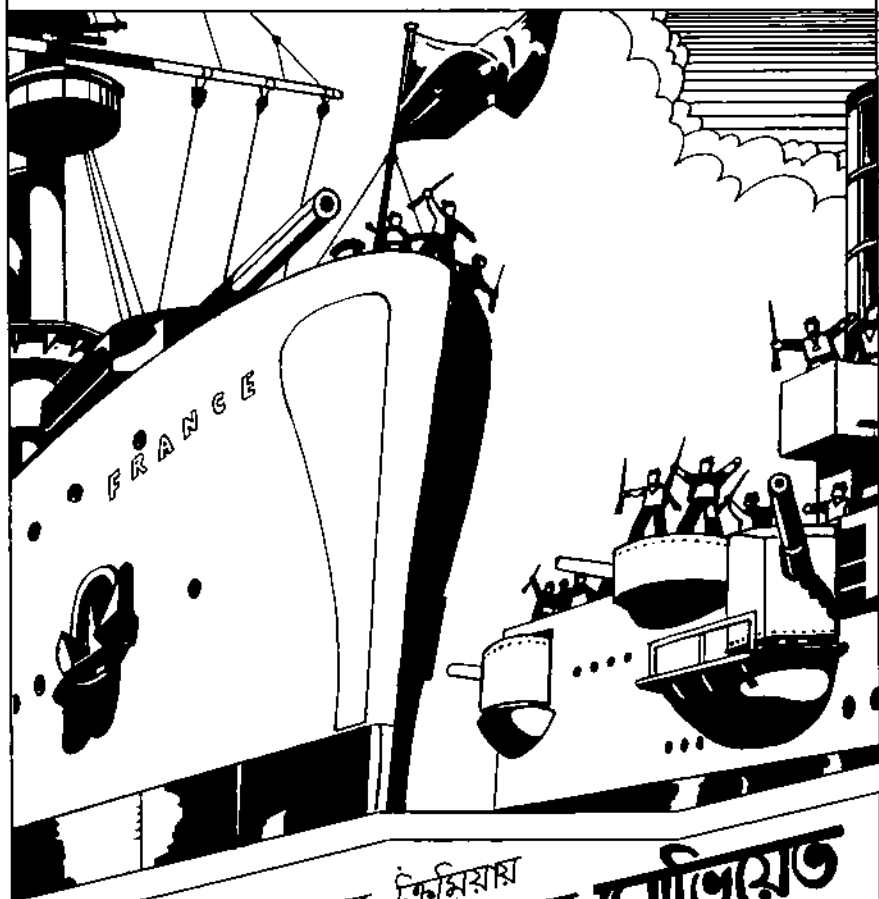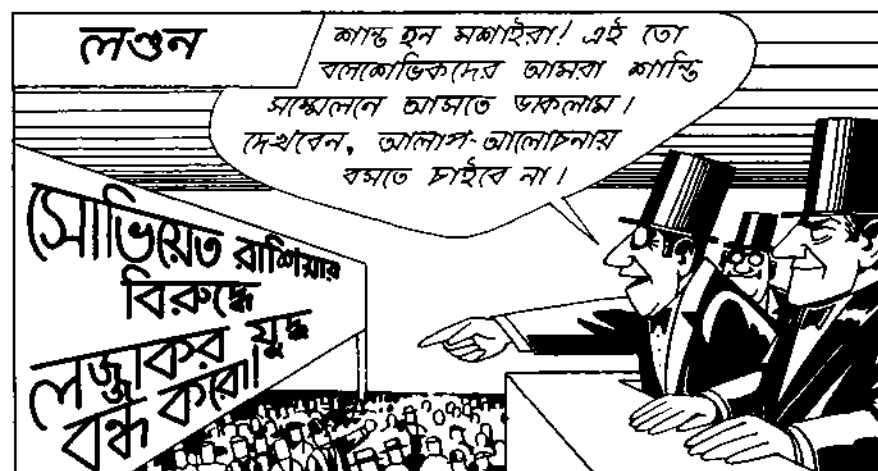
সাম্রাজ্যবাদী দেশের সরকাররা আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়েতকে ধোঁকা দেওয়া আর নিজেদের শান্তি প্রয়াসী বলে দেখাবার জন্য **১৯১৯** সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রিন্সেজ দ্বীপে একটি সম্মেলন ডাকার পরিকল্পনা করে যাতে থাকবে যেমন সোভিয়েত সরকারের, তেমনি রাশিয়ায় সক্রিয় প্রতিবিপ্লবী গ্রুপগুলির প্রতিনিধিরাও।

তাহলেও সাম্রাজ্যবাদীদের ফন্দি বানচাল হয়ে গেল। প্রিন্সেজ দ্বীপে প্রতিনিধিদল পাঠাতে রাজি হল সোভিয়েত সরকার।

আঁতাঁতের প্রতিনিধিরা

কী করা যায় মশাইরা? বলশেভিকরা আলাপ-আলোচনায় রাজি, শুধু তাই নয়, কতকগুলি ছাড় দিতেও আপত্তি নেই তাদের।

শান্তি চলবে না! কোনো সম্মেলন নয়! সোভিয়েতগুলোর সঙ্গে কথা বলুক আমাদের কামান!

নবীন সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আঁতাঁত নতুন করে আক্রমণ শুরু করল **১৯১৯ সালের বসন্তে**। রুশ সরকারের শান্তি প্রস্তাবে এই ছিল আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের জবাব।

আমি চললাম উত্তরে! ইংরেজ আর মার্কিনরা সেখানে আক্রমণ করছে!
আমি দক্ষিণে। দেনিকিনের বিরুদ্ধে!
১৯১৯ সালের বসন্তে
অভ্যন্তরীণ প্রতিবিপ্লব আর হস্তক্ষেপকারী-দের শক্তি মিলিত করল আঁতাঁত। সোভিয়েত দেশকে লড়তে হচ্ছিল একই সঙ্গে কতিপয় ফ্রন্টে।
জেনারেল দেনিকিন, অ্যাডমিরাল কলচাক. ইংরেজ জেনারেলরা
আমি ক্ষুণ্ণ হয়েছি স্যার। ব্রিটেন কেন ঠিক কলচাককেই রাশিয়ার সর্বোচ্চ শাসক বলে ঘোষণা করছে?
ঝগড়া করে কী হবে? ভলগায় গিয়ে মিলি, তখন ঠিক করা যাবে।
দেশের পূর্বাঞ্চলে 8 লক্ষ লোকের এক সুসজ্জিত সশস্ত্র বাহিনী গড়ায় কলচাককে সাহায্য করল আঁতাঁত। সোভিয়েত রাষ্ট্রের পক্ষে সেটা ছিল একটা মহাবিপদের কথা।

আর আমি পূর্বে। কলচাকের হাত থেকে উরাল উদ্ধার করতে হবে!
পশ্চিমে যাচ্ছি আমি। জার্মানি, শ্বেতরক্ষী, ব্রিটিশ — সবাই হুমকি দিচ্ছে সেখানে!
১৯১৯ সালের মে মাসে লাল ফৌজের আক্রমণে কলচাকের বাহিনী যখন পূর্বে পালাল, তখন পেত্রগ্রাদ আক্রমণ করল জেনারেল ইউদেনিচের সৈন্যদল। আক্রমণ রোধ করে লাল ফৌজ। শত্রুদের ছুঁড়ে ফেলা হল পেত্রগ্রাদ থেকে।
১৯১৯ সালের গ্রীষ্মে কলচাকের পশ্চাদ্‌ভাগে দেখা দিল এক প্রচণ্ড শক্তি — সাইবেরিয়া আর দূর প্রাচ্যে কৃষকদের পার্টিজান আন্দোলন।
আর এখানেই তার সঙ্গে মোলাকাত করব আমরা।
আহ্, উরালে কল্‌চাককে বেদম পিটিয়েছে লাল ফৌজ। এখন তাকে খেদিয়ে নিয়ে যাচ্ছে পূর্বে।
লাল ফৌজ আর অভ্যুত্থানীদের মিলিত শক্তিতে বিধ্বস্ত হল কল্‌চাক ফৌজ। দেশের উত্তরেও নির্ধারক জয়লাভ করা গেল হস্তক্ষেপকারীদের ওপর।

রাশিয়া নিয়ে তাসখেলা

পূর্বদিক থেকে হল না, যাব দক্ষিন থেকে।

কলচাক বিধ্বস্ত! এখন আমাদের তুরুপের টেক্কা–দেনিকিন!

পেত্রগ্রাদ

দেনিকিন

মস্কো

১৯১৯ সালের গ্রীষ্মে

আঁতাঁত আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে প্রচুর সামরিক সাহায্য নিয়ে দেনিকিনের ফৌজ গোটা দক্ষিন ফ্রন্ট জুড়ে আক্রমনে নামল।

দেনিকিন তখন মস্কোর দিকে এগুচ্ছে, পশ্চিম থেকে সোভিয়েত রাশিয়ার দিকে হানা দিল বুর্জোয়া পোল্যাণ্ডের ১ লক্ষ লোকের সৈন্যবাহিনী। ইউদেনিচ ফের যাত্রা শুরু করল পেত্রগ্রাদের দিকে।

৩ জুলাই, ১৯১৯
তাহলে এই! মনে হয় এক সপ্তাহের মধ্যেই আমরা মস্কো পৌঁছে যাব মশাইরা! এর মধ্যেই স্বাগত ঘণ্টাধ্বনি আমার কানে আসছে।
এইভাবে সে শুরু করেছিল
তাহলে এই! মনে হয় এক সপ্তাহের মধ্যেই আমরা বিদেশে পৌঁছে যাব, কন্‌স্তান্তিনোপলে। আর কোনো ঘণ্টা নয়! ধ্বনিও নয়!
৪ এপ্রিল, ১৯২০
এই করেই শেষ!
বিদেশী দখল আর প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে ফ্রন্ট আর পশ্চাদ্‌ভাগে অধিকৃত ভূমিতে ফুঁসে উঠল একটা সত্যকার জনযুদ্ধ। লাল ফৌজকে বিপুল সাহায্য করে গুপ্ত সংগঠন আর পার্টিজান বাহিনীগুলি।
ইংলণ্ড, ফ্রান্স, নরওয়ে এবং অন্যান্য দেশের শ্রমিক শ্রেণী উদ্দীপ্ত সাড়া দেয় হস্তক্ষেপ বন্ধ করার জন্য তাদের রুশী শ্রেণী-ভ্রাতাদের আহ্বানে।
আঁতাঁতভুক্ত দেশগুলির সরকারসমূহ ১৯২০ সালের শুরুতে সোভিয়েত রাশিয়া থেকে তাদের সৈন্যবা-হিনী অপসারণে বাধ্য হয়।

পোলীয় ফৌজ হানা দিল সোভিয়েত ইউক্রেনের ভূখণ্ডে, দখল করল কিয়েভ।

ফের ফ্রন্টে! একবার গেলে কলচাকের বিরুদ্ধে, একবার দেনিকিনের বিরুদ্ধে, এবার পোলে...

পোলদের বিরুদ্ধে নয়, পোল বাবুদের বিরুদ্ধে।

বলশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এসময় ঘোষণা করেছিল: 'আমাদের ওপর যে পোলীয় শ্বেতরক্ষীরা হামলা করেছে তাদের চূর্ণ করার পরও পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতার ব্যাপারে আমাদের মনোভাব বিন্দুমাত্র বদলাবে না।'

ব্যারন, লালেরা সিভাশ উপসাগর পার হয়ে এসে পড়েছে আমাদের পেছন দিকে!
হতে পারে না! কেবল যিশু খ্রিস্টই জলের ওপর দিয়ে হাঁটতে পারতেন!
ভাটার সময় রাত্রে সিভাশ উপসাগর পার হয়ে লাল ফৌজ শত্রুর পশ্চাদ্দেশে এসে পড়ে।
দখল করা হল শত্রুর দুর্ভেদ্য ঘাঁটিগুলো, বিধ্বস্ত হল ব্যারন ভ্রাঙ্গেলের ফৌজ।
ভ্রাঙ্গেল আর বুর্জোয়া পোল্যাণ্ডের ওপর জয়লাভে একেবারে ধূলিসাৎ হল রাশিয়ায় সোভিয়েত ক্ষমতা চূর্ণ করার জন্য আঁতাঁতের সমস্ত অপচেষ্টা। ১৯২১ সাল নাগাদ মূলত অবসান হল গৃহযুদ্ধের।

সাম্রাজ্যবাদীদের ছিল টাকাকড়ি, অস্ত্রশস্ত্র, ফৌজ, তা সত্ত্বেও তো জিততে পারল না।
কোনোই লাভ হল না ট্যাঙ্ক আর বিমানে। তাজ্জব ব্যাপার!
শুনুন এই তাজ্জব ব্যাপার সম্পর্কে লেনিন কী লিখেছেন: 'যে জনগোষ্ঠীর শ্রমিক ও কৃষকেরা দেখতে পেয়েছে যে তারা রক্ষা করছে মেহনতিদের ক্ষমতা, সেই সাধনা যার বিজয়ে নিশ্চিত হবে তাদের আর তাদের সন্তানদের পক্ষে সংস্কৃতির সমস্ত আশীর্বাদ, মানবিক শ্রমে সৃষ্ট সবকিছু ভোগ করার সুযোগ, তাদের কখনো পরাজিত করা যায় না।'
শুনছি, শহরে খিদেয় লোকেদের গা ফুলে উঠছে– রুটি নেই।
রুটি আসবে কোথা থেকে? বীজ নেই, ঘোড়া নেই, আর মরদ, তাও গাঁয়ে তুমিই এখন একলা...
গৃহযুদ্ধের শেষে রুশ গ্রামাঞ্চলে লক্ষ লক্ষ পুরুষ আর ছিল না।

১৯২০ সালে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন নেমে গিয়েছিল ১৯১৩ সালের যে মাত্রা, তার ১৩·৮ শতাংশে। যুদ্ধের সময় রাশিয়া হারিয়েছিল তার প্রাগ্‌যুদ্ধ স্বর্ণভাণ্ডারের এক-তৃতীয়াংশ।

গ্রামে আমরা মালপত্র, যন্ত্রপাতি না দেওয়া পর্যন্ত তারা আমাদের রুটি জোগাতে পারবে না!

শূন্য থেকে শুরু করা কঠিন, কিন্তু শুরু করতেই হবে।

দেশে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকর্ম শুরু হল সুকঠিন পরিস্থিতিতে, দূর প্রাচ্যে তখনো সংগ্রাম চলছিল জাপানি দখলদারদের সঙ্গে, মধ্য এশিয়া আর ট্রান্সককেশাস অঞ্চলে থেকে থেকেই দেখা দিচ্ছিল শ্বেতরক্ষীদের অবশিষ্টাংশ আর স্থানীয় জাতিবাদীদের বিদ্রোহ, ৭ বছরব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী আর গৃহযুদ্ধ দেশের অর্থনীতিকে ছারখার করে দিয়েছিল প্রচণ্ড রকম।

বিদ্যাপীঠ
আমাদের আবার উচ্চশিক্ষা! ছেড়ে দিন আমাদের প্রফেসার, নতুন জীবন গড়তে হবে, পড়ার সময় কোথায়?
আপনাদের শ্রমিক ফ্যাকাল্টিতে পাঠানো হয়েছে সেই নতুন জীবন কী করে গড়তে হবে তা শেখার জন্যে। তাই পড়াশুনারও সময় করে নিতে হবে বৈকি!
১৯২১ সালের মধ্যেই দেশে উচ্চ শিক্ষায়তনের সংখ্যা দাঁড়াল ২৪৪ যেখানে ১৯১৫ সালে ছিল মাত্র ৯১টি, খুলল ১৩ হাজার নতুন বিদ্যালয় আর সর্বত্রই চলল বিনা বেতনে মাতৃভাষায় শিক্ষা।

১৯২০ সালের ৬ অক্টোবর
বিখ্যাত ইংরেজ কল্পোপন্যাসিক হার্বার্ট ওয়েলস মস্কোয় সাক্ষাৎ করেন লেনিনের সঙ্গে।
ছারখার রাশিয়ায় বিদ্যুৎ যোজন ?! আপনি স্যার আমার চেয়েও বড়ো উৎকল্পনা-বিলাসী!
রাশিয়ায় বিদ্যুৎ যোজন পরিকল্পনা (গোয়েলরো)
কয়েক বছর বাদে আবার আসুন-না আমাদের এখানে।
সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের বিপুল পরিকল্পনাটা তখন অনেকের কাছেই মনে হয়েছিল অবাস্তব। কাল তাদের দেখিয়ে দিল যে মহান একটা বিপ্লব যে দেশ করতে পারে, অর্থনৈতিক আর সাংস্কৃতিক জীবনেও মহতী কীর্তিতে তা সক্ষম।

১৯২২ সালের মস্কোকে বিদায় জানাই, যখন...
গৃহযুদ্ধের শেষ জ্বালামুখগুলোও নিশ্চিহ্ন হল।
নিজেকে রক্ষা করল বিপ্লব...
আহ্, জীবন শুরু হচ্ছে! এখন ধরা যাক, ১৯৮৭ সালের কথা কল্পনা করলে মন্দ হয় না... কেমন হবে তারা, সমাজতান্ত্রিক ভবিষ্যতের মানুষেরা?!
আরে এই তো ওরা, আমাদের ছেলেমেয়ে — এরাই তো সেই ভবিষ্যৎ!
আজও উৎসব! জন্মদিন!
আমাদের রাষ্ট্রের জন্মদিন!
হুররে! কাল নববর্ষ!

... জেনোয়ায় ৩৪টি দেশের সম্মেলনে সোভিয়েত প্রতিনিধিদলে পেশ করল সার্বিক আর নিরস্ত্রীকরণ জাতিতে জাতিতে শান্তির কর্মসূচি।
আন্তর্জাতিক পরিসরে প্রথম পদক্ষেপ শুরু হল সোভিয়েত রাশিয়ার...
মস্কোয় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রগুলির পূর্ণাধিকারী প্রতিনিধিরা স্বাক্ষর করল একক রাষ্ট্র— সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠনের চুক্তি...
এই রাষ্ট্র সৃষ্টিতে সম্পূর্ণ হল ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লব।
আচ্ছা বাবা, বড়ো হয়ে আমি বিমান চালাতে পারব?
তুই ছেলে নক্ষত্রেও উড়ে যাবি!

ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন — সংক্ষিপ্ত জীবনী
(মস্কো, ১৯৮৩)
নিজ রচনাবলি, মহাফেজখানার তথ্যাদি, বন্ধু ও আত্মীয়দের স্মৃতিকথার ভিত্তিতে বর্ণিত প্রলেতারীয় নেতার জীবনী।
'গণ্ডাবিশেক পাতায় আপনাদের অক্টোবর বিপ্লবের কথা বলা হল। আপনাদের মনে হতে পারে যে এখন আপনারা সে সম্পর্কে **সবই** জেনে গেছেন। তবে আপনারা পড়লেন **কেবল ৫৫ খণ্ডে** ভ.ই. লেনিনের **রচনা সংগ্রহের সাত্রে** ৪০টি পঙক্তি, ১০ খণ্ডে **'অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবের ইতিহাস'** গ্রন্থের ৩টি পাতা, সাম্প্রতিক সংবাদপত্রের ১০টা লাইন...
আরো জানতে চান?
আপনাদের **প্রগতি প্রকাশন** থেকে বাংলা ভাষায় কয়েকটি বই:
জন রীড
দুনিয়া কাঁপানো দশ দিন
(মস্কো, ১৯৮৭)
মার্কিন সাংবাদিক, লেখক ও মার্কিন কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতার বর্ণিত সোভিয়েত ক্ষমতার প্রথম দিনগুলির ঘটনাবলি।

লেনিন ভ. ই.
এপ্রিল থিসিস (মস্কো, ১৯৮৪)
বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে উত্তরণের তত্ত্বভিত্তিক সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা।
C
D
E
লেনিন ভ. ই.
সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব (মস্কো, ১৯৮৬)
রাশিয়ায় অক্টোবর মহাবিপ্লবের অভিজ্ঞতা এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে ভ. ই. লেনিনের প্রবন্ধ ও বক্তৃতা।
এই বিষয় নিয়ে আরো বইও আছে।
I
ঠিক কী ঘটেছিল
তা দেখা আর জানার উদ্দেশ্যে অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে আপনাদের ভ্রমণের সঙ্গী ছিলেন ভাষ্যকার ইয়েলেনা দস্রভোলস্কায়া আর ইউরি মাকারভ, শিল্পী আনাতলি ভার্সিলিয়েভ।

রুশ বিপ্লব: কী ঘটেছিল?

আমার কোনোই সন্দেহ ছিল না যে
সোভিয়েত বিপ্লব মানবসমাজকে
বিরাট একটা লাফে এগিয়ে দিয়েছে,
প্রজ্বলিত করেছে এক অগ্নিশিখা
যা নির্বাপিত করা যাবে না,
এবং স্থাপন করেছে
সেই নতুন সভ্যতার বনিয়াদ,
পৃথিবী যার দিকে এগিয়ে যেতে পারে।

জওহরলাল নেহরু

প্রগতি প্রকাশন